

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টটকো। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নিটের প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে যন্তর মন্তরে যখন



প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ছে তখন ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির ৪৭ জন আধিকারিককে বরখাস্ত করল কেন্দ্র। পাশাপাশি চলতি সর্বশ্রেষ্ঠ আইনে সংশোধন এনে সাজা আরও কড়া করার সিদ্ধান্ত নিল মন্ত্রিসভা।

রবিবার: প্রশ্ন ফাঁস আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি এড়াতে কেন্দ্রীয়



শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাঁর পদে এলেন প্রত্নাদ জোশী। আন্দোলনকারীরা একে জয় হিসাবে চিহ্নিত করলেও সরকার এক নাছোড়বান্দা বিক্ষোভকে এড়াতে পারলো বলে মনে করা হচ্ছে।

সোমবার : গৃহহৃদয়ের জন্য নতুন সংযোগে ১০ ও ৫ কেজি গ্যাস



সিলিভারের কম্পোজিট প্যাকেজ দেবার সিদ্ধান্ত নিল ইন্ডিয়ান অয়েল। আপাততঃ পুনে, গুরুগ্রাম সহ ৪০টি শহরে চালু হলেও পরে ২৫ টি শহরে চালু করা হবে।

মঙ্গলবার : যারা আত্মহান ভারত স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আসবে না এবং



যাদের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা নেই তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যসেবা যোজনার বিস্তৃতি জারি করলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা থাকবে এই প্রকল্পে।

বুধবার: মানুষের দান রক্ত কালোবাজারে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকার অবৈধ ব্যবসা



চলছে পশ্চিমবঙ্গে। এই কারসেই রক্তদাতাদের দেওয়া হচ্ছে দামি উপহার। অভিযোগ আসতেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। বিভিন্ন বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে তল্লাশি অভিযানে নেমেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার: বীরভূমের মহম্মদবাজারের দেউচায় অনুব্রত



মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মহম্মদ মিনার মন্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সাড়ে ২৮ কোটি নগদ ও ১৫ কিলো সোনা উদ্ধার করলো পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। এসবই পাথর পাচারের টাকা বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার: গআরজি কর ধর্ষণ ও খুনের তদন্তের অগ্রগতি



রিপোর্ট শিয়ালদহ আদালতে জমা দিল সিবিআই। সিবিআই-এর আইনইনজিবি জানিয়েছেন, কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে নতুন করে ৩ সদস্যের সিটি গঠন করা হয়েছে। বদল করা হয়েছে তদন্তকারী অফিসারকেও।

● **সবজাতা খবরওয়ালা**

তসলিমার আগমন: উজ্জ্বল সেদিনের ভয়ানক স্মৃতি

প্রণব গুহ

দীর্ঘ ২০ বছর নির্বাসনে কাটিয়ে তাঁর প্রাণের শহর কলকাতায় পা রাখলেন সাহসী লেখিকা আমাদের সকলের প্রিয় তসলিমা নাসরিন। সঙ্গে নিয়ে এলেন ২০০৭ সালের সেইসব ভয়াবহ দিনগুলোর স্মৃতি।

২০০৭ সালের ১৭ আগস্ট, কলকাতার মুসলিম নেতারা তসলিমার বিরুদ্ধে একটি পুরনো ফতোয়া পুনরুজ্জীবিত করে, তাঁকে দেশ ছাড়ার আহ্বান জানায় এবং যে তাঁকে হত্যা করবে তাকে অসীম পরিমাণ অর্থ পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করে। ২১ নভেম্বর কলকাতায় নাসরিনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরাম দ্বারা আয়োজিত একটি প্রতিবাদ

শহরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে বাধ্য করে। কলকাতা থেকে পালিয়ে যেতে হয় তসলিমা নাসরিনকে। সকলকে আপন করে নেওয়া শহরের মুখে কলঙ্ক লেপে দেয় বাংলার সেদিনকার নপুংসক সরকার ও মৌলবাদীদের যৌথ প্রয়াস।

একজন সাহসী নারীর অধিকারের পাশে সেদিন ছিল না কোনো বুদ্ধিজীবী বা বুদ্ধজীবীমহল। বাংলার রাজনীতিকদের কাছে তসলিমা তখন ‘অ্যান্টি পাওয়ার’ সিম্বল। তাঁকে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এ ব্যাপারে ডান-বাম, বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী কোনো ভেদাভেদ নেই। মৌলবাদীদের ভয়ে সবাই কৌশলে

পারেনি। যখন কলকাতার মত প্রগতিশীল শহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মৌলবাদী জেহাদিরা তখন বুক চিতিয়ে তসলিমার পক্ষে কলম ধরেছিলেন আলিপুর বার্তার তৎকালীন সম্পাদক অথুনা প্রয়াত তরুণ ভূষণ গুহ (সাংবাদিক গুহ) সহ অন্যান্যরা। এর জন্য প্রত্যাশিত প্রাণনাশের হুমকি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কলকাতা থেকে প্রকাশিত এক উর্দু দৈনিকের মাধ্যমে। ফতোয়া জারি হয়েছিল- আলিপুর বার্তার সম্পাদকের মৃত্যু চাই। ফলে ধৈর্য আসতে পারে ঘাতকের দল। এই ভয়ে সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে রাস্তাতেই তরুণবাবুকে ঘিরে ফেললো পুলিশ। গৃহবন্দী করে রাখা হল তাঁর চেনতলার বাড়িতে। পুলিশ পাহারা বসে গেল বাড়ির

সামনে। শুরু হল সরকারি গোয়েন্দাদের জেরা। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা তখন গড়াগড়ি খাচ্ছে ধুলোয়।

কিন্তু কেউ সেইদিন এগিয়ে আসেনি। একমাত্র ব্যতিক্রমী ছিলেন আলিপুর বার্তার সেদিনের আইনি অভিভাবক আলিপুর কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী অথুনা প্রয়াত চন্ডী বাগচী মহাশয়। সেদিন সেই লড়াইয়ে সাহস জুগিয়ে যেভাবে আলিপুর বার্তার পাশে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তা কোনও দিন ভুলবার নয়। এইভাবে বেশ কয়েকদিন চলার পর আলিপুর পুলিশ লাইনে এসপি-র সঙ্গে দেখা করতে হল সম্পাদককে।

এরপর চারের পাতায়

সঙ্গে অতীতের স্মৃতিচারণা

দেখুন চারের পাতায়

আমতলা-বারুইপুর রোডের বেহাল অবস্থা



নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিশ্বপুর বিধানসভার অন্তর্গত একটি বাস্তবতম আমতলা-বারুইপুর রোডের বেহাল অবস্থায় জেরবার জনগণ। মসজিদ তলা থেকে জুপিয়া পর্যন্ত যে রাস্তা চলে গেছে সোজা বারুইপুরের দিকে সেই রাস্তা বর্তমানে মৃত্যু কান্দে পরিণত হয়েছে। রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় পুকুরের মতো সৃষ্টি হয়েছে। তাতে বর্ষার জল জমে পরিণতি আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। এই

ঘোড়ামারায় ওয়াটার অ্যান্ডুলেন্স, জেটি, সাগরে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

কুনাল মালিক

২৮ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপে জনতার দরবারে সাগরের বিধায়ক সুমন্ত মন্ডল সাগরবাসীর জন্য একগুচ্ছ নতুন উন্নয়নমুখী কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। সাগরদ্বীপের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোড়ামারা দ্বীপ থেকে অসুস্থ মুমূর্ষু রোগীদের সাগর কিংবা কাকদ্বীপে নিয়ে আসার জন্য কোন ওয়াটার অ্যান্ডুলেন্স এতদিন ছিল না। নৌকা করে রোগীদের আনতে ভোগান্তি হয়। সেই সমস্যা দূর করতে খুব শীঘ্রই ঘোড়ামারা দ্বীপে একটি স্থায়ীভাবে ওয়াটার অ্যান্ডুলেন্স চালু হতে চলেছে বলে জানান বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল।

তাছাড়া ঘোড়ামারা দ্বীপ থেকে যাতায়াতের জন্য নৌকা কিংবা ভুটভুটি করে এলাকার বাসিন্দাদের অনেক কষ্টে ওঠানামা করতে হয়। কারণ এখানে কোন স্থায়ী জেটি ছিল না। সেই সমস্যারও সমাধান হতে চলেছে বলে জানান বিধায়ক। খুব শীঘ্রই ঘোড়ামারা দ্বীপে একটি স্থায়ী পল্টন জেটি হতে চলেছে। সেই সঙ্গে আরও একটি খুশির খবর দেন বিধায়ক যা মহিলা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাগরে একটি অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

সেটি হচ্ছে সাগরে এই প্রথম মহিলা কলেজ নির্মাণ হতে চলেছে। এর জন্য উপযুক্ত জমিও নির্বাচন করা হয়ে গেছে বলে জানান তিনি। কলেজ নির্মাণের জন্য যে অর্থ লাগবে তা ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার বরাদ্দ করে দিয়েছে। একগুচ্ছ এই সমস্ত খুশির উন্নয়নমুখী কর্মসূচিতে সাগর এলাকার মানুষজন অত্যন্ত খুশি।

আরণ্যক উদ্যান থেকে পাখি পাচারের অভিযোগ

সুরত মণ্ডল, বারুইপুর : বারুইপুর পুরসভা পরিচালিত ‘আরণ্যক বনভোজন’ উদ্যান থেকে পাচার হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু দেশি-উদ্যানের পরিচালক জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি ময়ূর মারা গিয়েছে।



বিদেশি পাখি। কর্তৃপক্ষের দাবী এখানে যে ১৩টি ময়ূর, টিয়া, ইমু, উট পাখি সহ বিভিন্ন প্রজাতির বেশ কিছু দেশি-বিদেশি পাখি ছিল সেগুলি উধাও। অভিযোগ, সেগুলি কৌশলে পাচার করা হয়েছে। যদিও

পরিবর্তনের বাংলায় গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু নতুন উদ্যমে

রবীন দাস : আগামী গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৭-কে সামনে রেখে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। ৩০ জুলাই কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক অভিষেক কুমার তিওয়ারি, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা, সাগরের বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল, সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বিষ্ণুদা ঠাকুর-সহ মেলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

বৈঠকের আগে জেলা শাসক কাকদ্বীপের লট-৮ জেটিবাট পরিদর্শন করে তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের রুট, জেটির পরিকাঠামো এবং ভেঙ্গেল পরিষেবার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি, গত বছরের মেলায় কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা নিয়েও সংশ্লিষ্ট

দপ্তরগুলির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষভাবে উঠে আসে মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিং, কপিলমুনি মন্দির সংলগ্ন সমুদ্রতটের ভাঙন এবং পরিবহন ব্যবস্থার ত্রুটি।

অধীনে গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের কাছে আবেদন



বিষয়। গতবার বহু তীর্থযাত্রীকে বাস ধরতে ও মেলায় প্রবেশ করতে ৩ থেকে ৪ কিলোমিটার পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয়েছিল।

রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর এবারই প্রথম বিজেপি সরকারের

টুলুর অবৈধ সাম্রাজ্যে হানা অনেকে কি বাদ পড়ে যাচ্ছে, প্রশ্ন জনমনে

ওঙ্কার মিত্র

বীরভূমের মহম্মদবাজারে টুলু মন্ডলের সাম্রাজ্যে হানা দিয়ে কোটি কোটি টাকার নগদ, সোনা-দানা, স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এতদিন যে দলদাস পুলিশকে দেখে আমরা অভ্যস্ত, তার থেকে বেরিয়ে রাজ্য পুলিশের এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।



রাজ্যের ডিজে এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে পাশে বসিয়ে শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সে কথাই জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই সঙ্গে মিনার ও টুলু মন্ডলের বাড়ি

অন্যান্য সাগরেরদের বাড়িতেও পারবে এ রাজ্যের পুলিশই পারবে, বলে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের উপর আস্থা জ্ঞাপন করেছেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

জনগণগায় প্রস্তুত দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বরুণ মণ্ডল : দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২০২৭ সালের জনগণনার স্ব-গণনা পর্বের সূচনার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত, যা ২০২৬ সালের ১ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত পরিচালিত হবে। এর পরে ২০২৬ সালের ১৬ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ি তালিকাভুক্তকরণ কার্যক্রম প্রথম পর্ব সম্পন্ন হবে। এই জেলায় ২৯টি ব্লক, ৭টি পৌরসভা এবং ১টি শিল্প টাউনশিপ নিয়ে ৩৭টি চার্জ অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের জন্য মোট ১৪,৩৯৯টি হাউজ লিস্টিং ব্লক তৈরি করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের

জন্য ১৭,২২২ জন গণনাকারী এবং ২,৯৩৯ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। মানসম্মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা মাস্টার ট্রেনার এবং জেলা জনগণনা কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ২৭৬ জন ফিল্ড ট্রেনারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফিল্ড ট্রেনাররা পরবর্তীতে সকল গণনাকারী ও সুপারভাইজারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি ৩১ জুলাই ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। স্ব-গণনা পর্বের জন্য একটি ব্যাপক সচেতনতা ও সহায়তা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

নোংরা রাজনীতির শিকার প্রখ্যাত সাঁতারু সায়নী

দেবাশিস রায়

তৃণমূল কংগ্রেসের ‘নির্লজ্জ’ রাজনীতির শিকার হয়ে যে দেশেরভুলকে একসময় পুরসভার সাইমিংপুলের টলটলে জল ছেড়ে মাথা নিচু করে করে চলে যেতে হয়েছিল, এবার তাঁকেই সসম্মানে ডেকে নিয়ে সেই সাইমিংপুলে ফের প্রাকটিসে নামার অনুরোধ করলেন এলাকার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কালনা শহরের বাসিন্দা তরুণী সাঁতারু সায়নী দাস অশ্রুত ওপনে ওয়াটার সাইমিংয়ের ঐতিহ্যবাহী ‘সপ্তসিদ্ধি’ জয়ের লক্ষ্যে ধারাবাহিক অভিযানে শামিল

যমুনা সংস্কারের আশায় স্থানীয়রা

কল্যাণ রায় চৌধুরী

একসময় যমুনা ও ইছামতী নদীকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলে যেমন মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তেমনই উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙার খাঁটুরা অঞ্চলে লবণ কারখানা সহ ১১৭টি চিনির কারখানাও তৈরি হয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্র এই দুই নদী দিয়ে কলকাতা বন্দর হয়ে অন্যত্র বাণিজ্য পথে যাতায়াত করত।

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যে বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামঙ্গল কাব্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত বৈষ্ণব সাহিত্য, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের স্মৃতি শাল্কে যমুনা নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় বলে মন্তব্য করেন গোবরডাঙার ভূমিপুত্র সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।

যমুনা নদীর উৎস প্রসঙ্গে বাসুদেববাবু বলেন, ‘নদীয়া জেলার চাকদহ স্টেশনে পূর্বদিকে খোজার হাট। এর দক্ষিণে প্রদ্যুয় হ্রদ। এর



হরিণঘাটা, সুবর্ণপুর। মোল্লাবেরিয়া, গোপালনগর, চৌবেড়িয়া অতিক্রম করে গাঁইঘাটায় প্রবেশ করেছে। এরপর গাঁইঘাটার খোঁজা, জলেশ্বর,

টিপিতে যমুনা ইছামতী নদীতে মিশেছে। আগে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা এই দুই জেলার যমুনা নদীর অববাহিকা প্রায় ১ কিলোমিটার প্রশস্ত ছিল। মধ্যযুগে এই অঞ্চলে বৃহৎ নদী ছিল যমুনা।

১৮৬৭ সালের ১৯ নভেম্বর এই অঞ্চলে প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়। ফলে যমুনাখাত বালি জমে বন্ধ হতে থাকে। ১৮৮২-৮৩ সালে দমদম-খুলনা রেলপথ নির্মাণকালে যমুনার বিস্তার অনেকটা হ্রাস করা হয়। ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডের হেড রাইটসন ব্যাঙ্ক কোম্পানি লিমিটেড স্থায়ী রেল পুল নির্মাণকালে যমুনার পূর্ব প্রস্থ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে যমুনার উপর প্রায় ৬-৭টি পাকা সেতু নির্মাণের ফলে নাব্যতা অনেকটাই কমে যায়। পূর্বে টাকি থেকে গোবরডাঙা পর্যন্ত স্টিমার চলত। এরপর **দুয়ের** পাতায়

পাকা রাস্তার দাবি



নিজস্ব প্রতিনিধি, **চাম্পাহাটি** : যুগের পর যুগ বদলেছে রঙ, কিন্তু বদলায়নি সাধারণ মানুষের ভাগ্য। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম জমানা এবং তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসককাল পেরিয়ে গেলেও এলাকায় চাম্পাহাটি খ্রিস্টান পাড়া ২৪ নং বুথে মূল রাস্তাটি আজ পর্যন্ত পাকা হয়নি। দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের জমানায় কেবল বঞ্চনা আর আশ্বাসের রাজনীতি দেখার পর, এবার এলাকার বেহাল রাষ্ট্র সংস্কারের জোরালো দাবি নিয়ে বর্তমান সরকারের দ্বারস্থ হলেন ক্ষুদ্র এলাকাবাসী। প্রশাসনের উচ্চপার্শ্বেরে লিখিত আবেদন জানিয়ে দ্রুত রাস্তাটি তৈরি করার আর্জি রেখেছেন তারা। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার প্রধান এই রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে কাদা আর বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়, যার ফলে চরম দুর্ভোগে পোহাতে হয় স্কুল – কলেজের শিক্ষার্থী, রোগী ও প্রবীণদের। জরুরি প্রয়োজনে অ্যাম্বুলেন্সের বা ছোট গাড়িও গ্রামে ঢুকতে চায় না। গ্রামবাসী বাপি সাঁফুইয়ের অভিযোগ, ৩৪ বছর বয়স্ক স্ত্রী সরকার থাকাকালীন এই রাস্তার উন্নয়নের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে পরিবর্তনের স্লোগান দিয়ে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৫ বছর কেটে গেলেও পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি ঘটেনি। বার বার স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের দ্বারে ঘুরেও কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মিলেছে বলে অভিযোগ বাপি বাবুর। অবশেষে বাধ্য হয়েই বর্তমান সরকারের কাছে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও একটি পাকা রাস্তা আকুল আবেদন জানিয়েছেন এলাকাবাসী। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন আর কত বছর দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে তাদের? নতুন সরকারের কাছে তাদের একটাই দাবি, দ্রুত পরিচ্ছন্ন ও চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি করে তাদের দীর্ঘদিনের যন্ত্রণার অবসান ঘটানো হোক।

ভারী ট্রাক ও টোটোর বেপরোয়া চলাচলে যানজট

পার্থ কুশারী, **চাম্পাহাটি** : চাম্পাহাটি মেন রোড দিয়ে দিনদুপুরে অবাধে চলাচল করছে বড় বড় ভারী ট্রাক। কোনো রকম নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করেই এই মালবোঝাই গাড়িগুলো যাতায়াত করার তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে ব্যস্ত এই রাস্তায়। চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন পথচলতি সাধারণ মানুষ ও স্কুল–কলেজের শিক্ষার্থীরা। এলাকার সাধারণ মানুষ জানান, নির্দিষ্ট ভারী যান চলাচলের সময়সীমা ও বিধিনিষেধ থাকলেও স্থায়ী রাস্তার উপর দাঁড়িয়েই যাত্রী তোলা তা মানা হচ্ছে না। সংকীর্ণ এই রাস্তার উপর সারাদিন বড় ট্রাক দাঁড়িয়ে বা ধীর গতিতে চলার ফলে



রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। এর ফলে অ্যাম্বুলেন্সের মতো জরুরি পরিষেবাও মাঝেমাঝে আটকে পড়ছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা সনৎ কুমার শাফুই অভিযোগ, বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও স্থায়ী সমাধান মিলছে না। জন সাধারণের যাতায়াত স্বাভাবিক রাখতে এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে অবিলম্বে এই কটে ভারী ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক পুলিশি ব্যবস্থার কড়া দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ঝড়খালিতে সার্ভিকাল ক্যান্সার সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের প্রান্তিক ব্লক বাসন্তীর ঝড়খালি বিদ্যাঙ্গার পল্লীতে ২৬ জুলাই নিখিল বন্ধ কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় বিভিন্ন বয়সের স্থানীয় মেয়েদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হল সার্ভিকাল ক্যান্সার সচেতনতা শিবির।



মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বপন মণ্ডল ও যতীন্দ্রনাথ সরকার। এছাড়াও ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, আলিপুর বার্তার সহ সম্পাদক কুনাল মালিক, সমাজকর্মী প্রশান্ত সরকার, সমিতির বিশিষ্ট সদস্য সুধীর নন্দী, সঞ্জীব মুখার্জি, চৈতালি গুহ এবং শ্রাবন্তী দাস শিক্ষক

এর মাধ্যমে এই নারীরা সরকারের ক্যান্সার প্রতিরোধ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হবেন। যতীন বাবু এই শিবিরের পরবর্তী চিকিৎসার ধাপগুলি বুঝিয়ে বলেন। শেষে স্বপন বাবু তাঁর আসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সার্ভিকাল ক্যান্সার, তার লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে সকল মা বোনেদের সচেতন করেন।

ত্রাণ দুর্নীতি

ক্ষোভে ফুঁসছে পারুলিয়াবাসী

অরিজিৎ মণ্ডল : ২০২০ সালের ২০ মে ঘূর্ণিঝড় আমফান দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। সেই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকের পারুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর–সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। ঝড়ে বহু মানুষের বসতবাড়ি ভেঙে যায়, বছর বয়স্ক স্ত্রী সরকার থাকাকালীন এই রাস্তার উন্নয়নের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে পরিবর্তনের স্লোগান দিয়ে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৫ বছর কেটে গেলেও পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি ঘটেনি। বার বার স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের দ্বারে ঘুরেও কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মিলেছে বলে অভিযোগ বাপি বাবুর। অবশেষে বাধ্য হয়েই বর্তমান সরকারের কাছে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও একটি পাকা রাস্তা আকুল আবেদন জানিয়েছেন এলাকাবাসী। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন আর কত বছর দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে তাদের? নতুন সরকারের কাছে তাদের একটাই দাবি, দ্রুত পরিচ্ছন্ন ও চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি করে তাদের দীর্ঘদিনের যন্ত্রণার অবসান ঘটানো হোক।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দুর্যোগের পর সরকারি ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের আশায় তাঁরা বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, বিডিও এবং তৎকালীন জনপ্রতিনিধিদের দ্বারস্থ হলেও কোনও কার্যকর সহায়তা পাননি। তাদের দাবি, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক পরিবারকে সরকারি ত্রাণ তো দুরের কথা, একটি ত্রিগল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

অভিযোগ, সরকারি সাহায্য না পেয়ে বহু পরিবার বাধ্য হয়ে নিজের জমি বিক্রি করেছেন, কেউ আবার ধার–দেনা করে নতুন করে মাথা



গোঁজার ব্যবস্থা করেছেন। ৬ বছর পেরিয়ে গেলেও সেই দুর্ভোগের স্মৃতি এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁদের।

সম্প্রতি আমফান–পরবর্তী ত্রাণ বটন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ নতুন করে আলোচনায় আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পারুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর–সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। তাদের দাবি, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বঞ্চিত করে গ্রাণ ও ক্ষতিপূরণের সুবিধা অন্যত্র চলে গিয়েছিল। বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং বঞ্চিত পরিবারগুলিকে ন্যায্য সহায়তা দেওয়ার দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।

তবে গ্রামবাসীদের এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

রাস্তা সংস্কারের দাবী হাওড়ায়

সঞ্জয় চক্রবর্তী : রাজ্যে পালা বদলের পর হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বেহাল রাস্তাগুলি দ্রুততার সঙ্গে সংস্কার করা হোক এই আশায় বিজেপি ডবল ইঞ্জিন সরকার তথা প্রশাসনের প্রতি এলাকাবাসী আশাবাদী। হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মুন্সিরহাট চাঁদনী মোড় থেকে নিমতলা পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থা। নিত্যযাত্রী থেকে এলাকাবাসীদের দাবী, ভোটের আগে থেকে রাস্তা সারানো শুরু হলেও ভোটের সময় বন্ধ থাকায় পূজোর আগে দ্রুততার সঙ্গে রাস্তার সংস্কার করা হোক। প্রথমত বেহাল রাস্তা তার উপর বর্ষার জল জমে থাকায় এলাকাবাসীদের নাজেহাল অবস্থা। তাই প্রশাসনের কাছে এলাকাবাসীর দাবী, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজা দুর্গা পূজোর আগে রাস্তা সংস্কার করা হোক।

জেলায় জেলায় বেহাল রাস্তায় বাড়ছে দুর্ভোগ

উত্তম কর্মকার, **কুলপি** : রাস্তা নাকি পুকুর–ছবি দেখলে তা বোঝাই দায়। রাস্তার অধিকাংশ পিচ উঠে গিয়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। টানা বৃষ্টিতে সেই গর্তে জমেছে জল। কোথাও হাঁটুসমান জল, কোথাও আবার কাদায় পরিণত হয়েছে রাস্তা। সেই জল–কাদা পেরিয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে



স্কুল–কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে। এমনই বেহাল চিত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি ব্লকের করঞ্জলি অঞ্চলের দামোদরপুরে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে টেংরার চর নদীর পাড় পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

অভিযোগ, পিএইচটি দপ্তরের জল সরবরাহের পাইপলাইন বসানোর কাজের পর থেকেই রাস্তার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ হওয়ার কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও রাস্তা যথাযথভাবে সংস্কার করা হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীরা।

বর্ষার বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও



ভয়াবহ আকার নিয়েছে। রাস্তার গর্তে জল জমে কার্যত পুকুরের চেহারা নিয়েছে গোটা রাস্তা। স্কুল–কলেজে যাওয়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের জামাকাপড় হাঁটু পর্যন্ত তুলে জল পেরিয়ে যেতে হচ্ছে। শুণু পড়ুয়ারাই নন, প্রতিদিন এই রাস্তা ব্যবহার করতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল রয়েছে আইটিআই

সারা বছর জলে ডুবে নন্দন পল্লি

সুভাষ চন্দ্র দাশ, **ক্যানিং** : ক্যানিং স্টেশন, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল কিংবা ক্যানিং থানা থেকে প্রায় চিল ছোড়া দুরত্বে অবস্থিত ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের ১৪৯ নম্বর বুথ। এলাকায় প্রায় কয়েক হাজার মানুষের বসবাস। অভিযোগ দীর্ঘ প্রায় সারা বছর জল যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়ে এলাকার বাসিন্দাদের। বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোন ফলাফল মেলেনি। বর্ষার সময় জল যন্ত্রণা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এলাকার স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী সহ বাসিন্দারা হাঁটু জল পেরিয়ে যাতায়াত করেন। এছাড়াও রয়েছে মশা, মাছি, জীপনের ঝুঁকি নিয়ে সাপের উপদ্রব। রাতের অন্ধকারে যাতায়াত সমস্যা আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে। যত্রতত্র ঢুকে পড়ছে বিষধর সে বিষয়ে কাজের কাজ কিছুই হয়নি বসবাস করতে হয় বাসিন্দাদের।



সূত্রের খবর, যাতায়াতের জন্য কংক্রিট ঢালাই রাস্তা রয়েছে। এলাকায় সরকারি জল নিকাশি খাল থাকলেও তা জবরদখল হয়ে রয়েছে। কচুরি পানায় ভরপুর এলাকা। ফলে প্রায় সারা বছর এলাকায় জল জমে থাকে। দুর্ভোগ পোহাতে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। বিগত দিনে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক এলাকার জল যন্ত্রণা নিয়ে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলেও কোন অজ্ঞাত কারণে আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনতে বাধ্য থাকবো।’

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন অমরাবতী গ্রাম

রবীন দাস, **ফেজারগঞ্জ** : টানা ৩ দিনের অতিভারী বৃষ্টিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের ফেজারগঞ্জের অমরাবতী গ্রামে ভয়াবহ জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার কারণে গ্রামের অন্তত ৫০টি বাড়িতে হাঁটু সমান জল ডুবে রয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে বহু পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে স্থানীয় স্কুল ও হোটেলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। পাশাপাশি লক্ষ্মীপুর ও বিজয়পাটি গ্রামেরও বেশ কয়েকটি বাড়িতে জল ঢুকেছে। তবে সবচেয়ে সংকটজনক পরিস্থিতি অমরাবতী গ্রামেই।

দুর্গত পরিবারগুলির অনেকেই জল পেরিয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র, রান্নার সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়েছেন। আবার অনেক পরিবার এখনও জলমগ্ন বাড়িতেই চরম অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, একমাত্র নিকাশি খালটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় জমে থাকা জল বের হওয়ার কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে এই জল নামতে অন্তত



১০ দিনেরও বেশি সময় লাগতে পারে।

অতিবৃষ্টিতে কয়েকশো বিঘা কৃষিজমি সম্পূর্ণ জলের তলায় চলে গিয়েছে। নষ্ট হয়ে গিয়েছে ধানের বীজভান্ড। এলাকার বহু পুকুর উপচে মাছ ভেসে যাওয়ায় মৎস্যচাষীরাও বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন। অন্যদিকে জলমগ্ন ঘরবাড়িতে সাপ ও ব্যাঙের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামবাসীদের আক্ষেপ, এমন দুর্গোগের মধ্যেও দীর্ঘ সময় কোনও

কলেজ, মডেল স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শ্মশান। পাশাপাশি নদী থেকে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করতে আসা মৎস্যজীবীদেরও প্রতিদিন এই রাস্তা ব্যবহার করতে হয়। কুলপি, কাকদ্বীপ ও ডায়মন্ড হারবারের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এই রাস্তার গুরুত্ব রয়েছে।

সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে অসুস্থ ও মুমূর্ষু রোগীদের নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। রাস্তার বেহাল দশার কারণে অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলও কার্যত দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। কোনও কোনও সময় রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও তৈরি হচ্ছে চরম সমস্যা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। রাস্তার এই দুরবস্থার জন্য রাজনৈতিকভাবে একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছে বিভিন্ন পক্ষ। কিন্তু রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগই বাড়ছে বলে দাবি এলাকাবাসীরা।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, সরকার বদলের পর এবার কি এই রাস্তার দিকে নজর দেবে প্রশাসন? দ্রুত রাস্তা সংস্কার করে বর্ষার জলযন্ত্রণা এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে দামোদরপুরের বাসিন্দারা।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরিবিল্লির এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাস্তব করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বাসরুটে ইংজাংসন জনসাধারণের দুর্ভোগ (নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার চম্পাহাটি থেকে চব্বিড়িয়া হয়ে গড়িয়া পর্যন্ত ৮০ বি বাস চলাচল দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। জানা গেল, আদালতের ইংজাংসানের ফলে বাস চলাচল করতে পারছে না। আরও জানা গেল, ১৭ নম্বর কট্টের বাস মালিকরা সংলগ্ন এলাকা হিচাবে এই পথে নিজেদের বাস চালু করতে চান। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখে আদালতের শ্ররণাপন্ন হন। দীর্ঘকাল ইংজাংশন থাকতে বাসের অভাবে এই এলাকার জনসাধারণের দুর্ভোগ চরমে পৌঁচেছে।

১০ম বর্ষ, ৩১ জুলাই ১৯৭৬, শনিবার, ৩৪ সংখ্যা

২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম ট্রেন পরিচালনার চাপ কমাবে

সুমন আদক, **হাওড়া** : যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত করতে এবং ট্রেন পরিচালনার চাপ কমাতে হাওড়া স্টেশনে ২৭ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল নতুন ২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম। এর ফলে ট্রেন পরিচালনার চাপ কমাতে আশাবাদী রেল কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, প্রায় ৬৩৫ মিটার দীর্ঘ এই অত্যাধুনিক প্ল্যাটফর্মটি নির্মাণে প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এটিই হাওড়া স্টেশনের অন্যতম বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম যেখানে ২৪ ও ২৬ কামরার দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেন সহজেই আসা–যাওয়া করতে পারবে। রেল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, নতুন এই প্ল্যাটফর্ম চালু হওয়ায় হাওড়া স্টেশনের অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের উপর থেকেও চাপ অনেকটাই কমাবে। একই সঙ্গে দীর্ঘ ট্রেন পরিচালনা আরও সহজ হবে এবং ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখতেও এই প্ল্যাটফর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রেল কর্তৃপক্ষের আশা ভবিষ্যতে যাত্রী সংখ্যা ও ট্রেন চলাচল আরও বাড়লেও নতুন ২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম হাওড়া স্টেশনের পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে এবং যাত্রীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে আরও সুবিধা এনে দেবে। নতুন ওই প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রয়োজনীয় সুবিচার কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় জিনিসের স্টলও বসানো হচ্ছে। এমনকি শুরু থেকেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়মিত গ্যাসেঞ্জার ট্রেনের গন্তব্য হিসেবেও এই ২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মটিকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ এই প্ল্যাটফর্ম থেকে পুরীগামী বৈদী়া এক্সপ্রেস প্রথম ছাড়া হল।

বাসাপাড়া পুলিশ ক্যাম্পে সিংহবাহিনীর ডেপুটেশন

বিশাল দাস, **নানুর** : শহীদ দিবসের কর্মসূচিকে ঘিরে ২৭ জুলাই বীরভূমের নানুরের বাসাপাড়া এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়ার সময় বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতি তথা হাসান বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কাজল শেখের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

কাজল শেখ অভিযোগ করেন, ‘কর্মসূচির সময় অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য সমাজবিরোধীরা এই হামলা চালিয়েছে। তিনি দোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থার দাবি জানান।’ এই বিষয়ে বিজেপি নেতা

খোকন দাস জানান, ‘নানুরের মানুষ ওনাকে ডিম ছুড়লে না ফুল ছুড়বে? উনি এত বছর ধরে মানুষকে বোমা ছুড়েছেন। তাই তিনি আজ মানুষের জনসেবায় মুখে পড়েছেন।’

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা এখনও অব্যাহত। মঙ্গলবারও এলাকায় উত্তেজনার আবহ বজায় থাকে। এদিন পুলিশের ভূমিকার প্রতিবাদে বাসাপাড়া পুলিশ ক্যাম্পে ডেপুটেশন জমা দেয় বীরভূম সিংহবাহিনী। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, নানুর থানার কয়েকজন পুলিশকর্মী নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না এবং একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতমূলক



কোনওরকম পক্ষপাতদুষ্ট বা বেআইনি আচরণ মেনে নেওয়া হবে না। ভবিষ্যতেও যদি স্বয়ংসেবক বা সংগঠনের কর্মীদের উপর হামলা, হুমকি বা হয়রানির অভিযোগ সামনে আসে, তবে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবেন বলে হাঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

ডেপুটেশনে আইন–শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিও জানানো হয়। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নেশামুক্তি কেন্দ্রেই গণধর্ষণ!

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেশামুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসার নামে এক তরুণীকে ঘুরের ওণ্ডথ খাইয়ে বারবার গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর থানার দাড়িপুকুর এলাকায়। অভিযোগ, নেশার আসক্তি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিবারের সদস্যরা ওই তরুণীকে দাড়িপুকুরের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু সেখানে চিকিৎসার বদলে কেন্দ্রের কর্ণধার সন্দীপন মজুমদার ও তার সহযোগীরা তরুণীকে ঘুরের ওণ্ডথ খাইয়ে দীর্ঘদিন ধরে গণধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ওই তরুণী দত্তপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ সন্দীপন মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে। ২৭ জুলাই দায়িপুকুর এলাকায়, অভিযোগ, নেশার আসক্তি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিবারের সদস্যরা ওই তরুণীকে দাড়িপুকুরের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু সেখানে চিকিৎসার বদলে কেন্দ্রের কর্ণধার সন্দীপন মজুমদার ও তার সহযোগীরা তরুণীকে ঘুরের ওণ্ডথ খাইয়ে দীর্ঘদিন ধরে গণধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ওই তরুণী দত্তপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ সন্দীপন মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে। ২৭ জুলাই দায়িপুকুর এলাকায়, অভিযোগ, নেশার আসক্তি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিবারের সদস্যরা ওই তরুণীকে দাড়িপুকুরের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু সেখানে চিকিৎসার বদলে কেন্দ্রের কর্ণধার সন্দীপন মজুমদার ও তার সহযোগীরা তরুণীকে ঘুরের ওণ্ডথ খাইয়ে দীর্ঘদিন ধরে গণধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ওই তরুণী দত্তপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

উতিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ০১ আগস্ট – ০৭ আগস্ট, ২০২৬

বাংলা সংস্কৃতি ফিরুক

বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি দেশ ভাগের লগ্নেই সেদিন বলি দেওয়া হয়েছিল। লড়াকু বাংলার তরুণ-তরুণীরা বিদেশী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, ঢাকা, কলকাতা সর্বত্রই ছিল অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের পদচারণা। বিপ্লবীদের সম্পর্কে তৎকালীন গোয়েন্দা রিপোর্টগুলিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বেঙ্গল ভলেট্যিয়ার্স, অনুশীলন সমিতির জয়ন্তী গ্রুপ ইত্যাদি সংগঠনগুলির নানা কার্যক্রমের কথা। সেই সময় দুর্গাপূজা সহ নানা অনুষ্ঠানে দেশাঙ্ঘ্রাবোধের আবহ তৈরী হত। নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে সকলের অংশ গ্রহণ, বিশেষ করে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, ২৬ জানুয়ারি একটা উমাদনা তৈরী হত। পত্রপত্রিকাগুলি এ ব্যাপারে সে সময় অননা ভূমিকা গ্রহণ করত। এরপর এল এক কর্পোরেট ভাবনার যুগ। ইউন্ট ম্যানেজমেন্ট-এর দৌলতে বিলাস আর পণ্য সংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে যেতে লাগল শুদ্ধ বাঙালিয়ানা, বেকারত্ব। অভাবের পাশাপাশি কোথাও কোথাও অতিরিক্ত প্রাচূর্ষ সামাজিক সমাকে আদোলিত করে। রাজনৈতিক দুষণ আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ছাপ পড়তে শুরু করে বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গণে। যখন অবক্ষয়ের ড়েউ ওঠে তখন শিল্পসংস্কৃতিকে সবচেয়ে আগে আক্রান্ত হতে হয়। বাম আমলের স্বজনশোষণ, পার্টিসর্বশ্ব ব্যবস্থা থেকে পথ খুঁজতে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের হাত ধরে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণে। কিন্তু নিদারুণ একনায়কতন্ত্রের ঘেরাটোপে আর দুর্নীতির মায়াজালে অতীষ্ট হয়ে উঠেছিল বঙ্গ জীবন। পথ খুঁজে নিতে বিকল্প পথ ছিল পন্থ প্রতীকের প্রতি প্রসন্ন হওয়া। অপ্রত্যাশিত ও বিপুল জনসমর্থন পেয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রথম এ রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে। গগনচুম্বী প্রত্যাশা পূরণের অঙ্গীকার কটটা বাস্তবায়িত হবে তা আগামী দিন বলবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছু কল্যাণমূলক কাজকর্মে এগিয়ে এলেও দলের এক দায়ির্ঘবান নেতার ‘ভাল তৃণমূল’, ‘মন্দ তৃণমূল’ এবং শ্যামাপ্রসাদকে বড় করতে গিয়ে নেতাজিকে ‘গুডা দলের সর্দার’ বানানোর ভাবনা দলের অভ্যন্তরের বহু আত্মনিবেদিত রাষ্ট্রবাদী সদস্য ভালভাবে মেনে নিতে পারেননি। এমনকী ‘ডিম খেরাপী’ অসহিষ্ণুত্ব বঙ্গজীবনে স্থায়ীভাবে সংযোজিত হলে দেশের সামনে বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুলবার্তা যাবে। বাংলা গান, বাংলা থিয়েটার, বাংলায় সরকারি কাজ আর বাংলা পত্রপত্রিকা প্রকাশনাগুলির পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিশ্রুতির হাত ধরে প্রকৃত বাংলা ফিরে আসুক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ ‘স্থিতি প্রকরণ’

তখন, মনই চিৎ-দর্পণের প্রতিবস্ম জীব হয়ে ত্রিকাল, মানসজগৎ ইত্যাদি চলমান, পরিবর্তিত, পরিণামিত, বিলয়মান ক’রে বিলাসভোগ করছে, এই বোধ উদিত হয়। সামান্য অগ্নিস্ফুল্লিপ যেমন উপযুক্ত সহায়ক পেয়ে ভীষণাকার দাবানলে পরিণত হয়, তেমনই কিঞ্চিৎ মাত্র সঙ্কল্প বিষয়তুষা যোগে সুদীর্ঘ ও ভীষণ সংসারবন্ধন সৃষ্টি করে। অথচ সঙ্কল্প অসত্য, বিষয় অসত্য, দুঃখও অসত্য; কিন্তু সঙ্কল্প সত্যরূপে প্রকট হয় বলেই পরিণামে দুঃখবন্ধনও প্রকট হয়ে থাকে। সুতরাং যা অসৎ, সহজেই তাঁর চিকিৎসা করা যায়।

অসৎ কখনই সং হতে পারে না, অসৎ যতই প্রকট হোক না কেন, তা মিথ্যাই থেকে যায়। অসৎ যদি সংএ রূপান্তরিত হত তবে তা নিরসন করা অসাধ্য হয়ে যেত। পরন্তু তা যখন কখন সং হয় না, তাহলে তাঁর সূচিকিৎসা নিশ্চয়ই করা যায়। আরও কি, যদি অসৎ অনিবার্য হত, তাহলে কোমল বিরোচক সেই অসাধ্য সাধনে সন্বেষ্ট হত না। যেমন তাম্রধাতুর মালিনা ক্রিয়াভেদে অপসারণ করা যায়, তেমনই ব্রহ্মে যে অজ্ঞানপ্রসূত সংসার-আবরণ সাময়িকভাবে দেখা যায়, তা প্রযত্নবলে নিশ্চই অপসারণ করা যায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই তুমি দুঃখময় ও মিথ্যা সংসার-আবরণ নিরসনে প্রযত্নশীল হও। এতদিন তুমি যে এই মিথ্যা ও বিকল্পময় সংসারকে উচ্ছিন্ন করতে পারনি, তার কারণ উপযুক্ত উপায়ের অভাবসহীনতা। প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হলে সেই মিথ্যা আবরণ সহজেই উচ্ছেদ করা যায়। এই সংসারের তুমি কেউ নও, সংসারও তোমার নয়। অথচ অবিদ্যার কারণে সেই ভ্রম সত্যরূপে প্রতীত হয়ে আছে। তোমার সংসারভাব এক ভ্রমবিলাস, তুমি ও তোমার ভোগ আত্মতত্ত্বের বিলাস ভিন্ন আর কিছু নয়।

বশিষ্ঠ বললেন, হে রঘুকুলচন্দ্র! আমি অলক্ষ্য হতে দাশুনের এই তদ্বোধদেশ শুনে সেইদিন কন্দম্ববৃক্ষের শীর্ষদেশে অবতীর্ণ হলাম, তপোবল প্রভায় দ্বিধ্ব ও সমুজ্জ্বল দাশুরমুনি আমাকে পাদা-অর্থে আপ্যায়ন করলেন। আমি তাঁর সাথে আরও কিছু তত্ত্বালোচনা ক’রে প্রীত হলাম। তারপর আমি সেই বনানীর শান্ত, সুন্দর শোভা দর্শন করলাম। অরণ্যে হরিণ নির্ভয়ে বিচরণ করছে, পাখিসব স্বচ্ছদে আপন আপন জীবনধারণ করছে, গাছে গাছে অপরূপ পুষ্পমাধুরীতে ভ্রমরকুল মধু পান করছে, মুমুদমদ বাতাস আনন্দে যেন নৃত্যরতা, কেকানাদিনী ময়ূরকুল বহুবর্ণরঞ্জিত পেশমবাহার প্রদর্শন করছে। এমন নয়নাভিরাম পরিবেশ ভূতলে কদাচিত্ দেখা যায়। আমি যেন এক অনাবিল মহোৎসবে সামিল হয়েছি। তারপর নিশাবসানে প্রত্যুষে আমি প্রীতি-শুভসম্ভাষণ জ্ঞাপন ক’রে সেখান হতে বিদায় নিয়ে সপ্তর্ষিগুণ্ডে অবস্থিত হলাম। হে রাম! দাশুনের এই উপাখ্যান অভ্যস্ত প্রণিধানযোগ্য, তাই আমি তোমায় তা বললাম। তোমায় আবার বলছি, তুমি আত্মার বিকল্পমল ধুয়ে বিমল আত্মতত্ত্বে অবগামন কর, তাহলে অচিরেই তুমি পরমপদে অধিষ্ঠিত হয়ে নিখিল ভূবনে পূজনীয় হতে পারবে। উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেঙ্গবুক বার্তা

হাওড়ায় ঘোষাল ও ডটার
হাওড়ার নেতাজি সুভাষ রোডের একটি মিষ্টির দোকানের নাম ‘ঘোষাল অ্যান্ড ডটার’, দুর্দশনীরে প্রাক্তন ঘোষিকা সুতপা ঘোষাল মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চেনা ছক ভাঙছেন, ২০১৮ সালে তৈরি করেন ‘ঘোষাল অ্যান্ড ডটার’, ‘অ্যাদ সঙ্গ বা ব্রাদার্সের গতে বাঁধা ছক ভেঙে সদিচ্ছায় দোকানে যোগ করেন ‘অ্যাদ ডটার’



প্রথম পাতার পর

তিনি নাকি দায়িত্ব পেয়েছেন আলিপুর বার্তাকে তসলিমার ব্যাপারে নিরস্ত করার। তবে পুলিশের এই থামাবার প্রয়াস সেভাবে সফল না হলেও সেদিন অবশ্য এক সাংবাদিকের জীবন বাঁচিয়েছিল বুদ্ধবাবুর পুলিশ, কিন্তু মৌলবাদীদের দমিয়ে ফেরাতে পারেনি তসলিমাাকে।

তসলিমা নাসরিন নিছক একজন ব্যক্তিসত্ত্বার পরিচয় নয়, চলে ফিরে বেড়ানো কোনো একটা শরীয়ারে নাম নয়, তসলিমা হল স্বাধীন ভাবনার বিচ্ছুরণ, মৌলবাদের প্রতি সাহসী প্রতিবাদ ও বাকস্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক। আমরা পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতাবাসী যারা প্রতিদিন এখানে ওখানে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়াই বা মানুষের কথা বলার অধিকার রক্ষার কথা বলে বাজার গরম করি তাদের মুখের উপর সপাটে থাপ্পড়ের নাম তসলিমা নাসরিন। তিনিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ধর্মনিরপেক্ষতার ভঙামি কত গভীরে যেতে পারে। তিনি প্রমাণ

করেছেন সেকুলার শব্দটি ছিল একটি প্রগতিশীল সরকারের মুখোশ, মুখটা ছিল মৌলবাদের সমর্থনে ভোগ দুনিয়ায় টিকে থাকার অদম্য বাসনা। এরা বোঝেনি তসলিমাকে গ্রহণ, ধারণ, বহন করা এত সোজা কাজ নয়। তসলিমা নামক আদর্শকে ধারণ করা যে কোনো জাতি, দেশ, শহরের কাছে এক সামাজিক উত্তরণের উদাহরণ।

এ গর্ব কলকাতারও ছিল। ২০০৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বাঙালি যে ঐতিহ্যকে লালন করেছিল তাকে হত্যা করেছে ক্ষমতালোভী রাজনীতির প্রশ্রায়ে একদল ধর্মান্ধ পিশাচ। তবে এই ৪ বছরও মোটেই মসৃণ ছিল না। নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত স্বাধীনচেতা একজন লেখিকাকে ঘিরে ছিল হুমকি, ভয়, আতঙ্ক। নখ, দাঁত বার করে মৌলবাদীরা বার বার আক্রমণ করেছে মানবতাকে। ২০০৫ সালে মার্কিন স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহান্তে তসলিমা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করেন এবং নিউইয়র্ক

সিটির ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে উত্তর আমেরিকান বেঙ্গলি কনফারেন্সে একটি বিশাল বাঙালি জনতার সামনে তাঁর আমেরিকা শিরোনামের কবিতাটি পাঠ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু দর্শকদের দুয়োধ্বনির কারণে তাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ২০০৬ সালের জুন মাসে কলকাতার এক ইমাম স্বীকার করেন যে তিনি এমন কাউকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যিনি মিস নাসরিনের মুখ কালো করে দেবেন (অর্থাৎ, প্রকাশ্যে অপমান করবেন)। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল বোর্ড ২০০৭ সালের মার্চ মাসে তসলিমার শিরশ্ছেদের জন্য ৫,০০,০০০ রুপি পুরস্কার ঘোষণা করে। দলটির সভাপতি বলেছিলেন যে পুরস্কারটি কেবল তখনই প্রত্যাহার করা হবে যদি নাসরিন ক্ষমা চান, তাঁর বই পড়িয়ে ফেলেন এবং চলে যান।

ওই বছরই অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইন্ডেহাদুল মুসলিমীন-এর নির্বাচিত এবং কর্মরত সদস্যরা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে হুমকি

দেয়, এবং প্রতিজ্ঞা করে যে তাঁর এবং সালমান রুশদির বিরুদ্ধে ফতোয়া বহাল রাখা হবে। ফলে কলকাতা ছাড়তেই হল তসলিমাকে। ভারত সরকার নাসরিনকে ৭ মাসেরও বেশি সময় ধরে নয়াদিল্লির একটি অজ্ঞাত স্থানে কার্যত গৃহবন্দী করে রেখেছিল। পালিয়ে যেতে বাধ্য হওয়ার পর একটি সাক্ষাৎকারে তসলিমা কলকাতাকে তাঁর বাড়ি বলে অভিহিত করেন। নয়াদিল্লি থেকে নাসরিন মন্তব্য করেন, গত ৬ মাস ধরে পুলিশ আমার উপর (পশ্চিম) বাংলা ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। একটি অজ্ঞাত নিরাপদ আশ্রয় থেকে ইমেল সাক্ষাৎকারে নাসরিন এই অসহনীয় একাকীত্ব, এই অনিশ্চয়তা এবং এই ভয়ংকর নীরবতা দ্বারা সৃষ্ট মানসিক চাপের কথা বলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী ‘নেই কিছু নেই’-এর ষষ্ঠ খণ্ডের প্রশাসনা বাতিল করেন এবং চাপের মুখে কলকাতা দাঙ্গার উদ্দানিদাতার বলে বিতর্কিত বই দ্বিখণ্ডিত থেকে কিছু অংশ মুছে ফেলেন। তবুও

২০০৮ সালের ১৯ মার্চ তিনি ভারত ছাড়তে বাধ্য হন। সবচেয়ে দুঃখের কথা হল, তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দেশে ফেরার জন্য কখনও বাংলাদেশী পাসপোর্ট তিনি পাননি, যাদের দুজনেই এখন মৃত।

২০০৮ সালে নাসরিন সুইডেনে চলে যান এবং পরে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা পণ্ডিত হিসেবে কাজ করেন। যেহেতু, তাঁর দাবি অনুযায়ী, তার আত্মা ভারতে বাস করত, তাই তিনি ২০০৫ সালে কলকাতা-ভিত্তিক এনজিও গণ দর্পণকে মরণোত্তর চিকিৎসার জন্য তাঁর দেহ দান করে দেশের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি অবশেষে ভারতে ফিরে আসেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে প্রবেশ করতে দিতে অঙ্গীকার করায় নয়াদিল্লিতে থাকতে বাধ্য হন।

আজ ২০২৬ সালের ১ আগস্ট। এই ২০ বছরে কলকাতার গম্বা দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জলা। ২০১১ সালেই বিদায় নিয়েছে মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা বামফ্রন্ট

সরকার। পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন সেদিনকার মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। আরও একটা রাজনৈতিক পালাবদল হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বিদায় নিয়েছে গত ১৫ বছর ধরে তসলিমা নিয়ে নীরব থাকা তৃণমূল সরকার। ঘোর বিপাকে দিন কাটছে অধুনা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের। এমন একটা সময়ে কলকাতায় স্মৃতির সরণিতে ছায়া পড়তে চলেছে সেই তসলিমা নাসরিনের যিনি চাইলেও আসতে পারছিলেন না প্রাণের শহর কলকাতায়। তাঁর প্রাণের শহর আজ মুক্ত। মৌলবাদীরা মুখ লুকাতে বাস্ত। বাংলায় পাশ হয়েছে গুণ্ডাভদমন বিলা। সাহসী তসলিমােকে ধারণ ও বহন করার একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে এই বাংলায়। জানি না তিনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হবেন কিনা, তবে স্মৃতির ছায়াপথে বিচরণ করার এটাই তো সম্ম। সেই প্রচেষ্টাই রইলো আলিপুর বার্তার এইবারের পাতায়।

আলিপুর বার্তা

হয় মুসলমান হও নয়তো মর

২৯ সেপ্টেম্বর- ৫ অক্টোবর ২০০৭

সংবাদিক গুহ : তসলিমার উপর আক্রমন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, গণতন্ত্রের মুখোশপরে মুসলমানরা প্রকাশ্যে বলছে তারা আগে মুসলমান পরে ভারতীয়। এই প্রশ্নে সব পার্টির মুসলমানরা এককাত্তা। যে সব যুক্তিবাদী কবি, সাহিত্যিক মুসলমানরা তালিবান পন্থীদের নিন্দা করছেন, পত্রিকায় লেখালেখি করছেন। তাঁরা ভাল ভাবেই জানেন, আল্লা ও তার রসুলকে অবজ্ঞা করে মুসলমান থাকা যায় না। কৌশলগত কারণে তালিবানরা তাদের ছাড় দিলেও সময় সুযোগ মত গর্দান নেবেই।

১৫ সেপ্টেম্বর- ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৭

সংবাদিক গুহ : ‘তসলিমার মুণ্ড চাই, ভারত থেকে তসলিমাকে তড়িয়ে দাও।’ এই দাবী নিয়ে তালিবানপন্থী মুসলমানরা পর বঙ্গ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। দাবী না মানলে ভারত জুড়ে আগুন জ্বলবে বলে হংকারও দেওয়া হচ্ছে। দাবীর সমর্থনে টিপু সুলতানের ইমাম বরকত। জমিয়ত-উল-হিন্দের সিদ্দিকুল্লার নেতৃত্বে ১৭আগষ্ট’ ০৭ ধর্মতলায় প্রকাশ্য সভায় তালিবানপন্থীরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে গণতন্ত্রের নামে তসলিমার ইসলাম বিরোধী লেখা বরদাস্ত করা হবে না। তসলিমার বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হবে যার একমাত্র উদ্দেশ্য তসলিমােকে জানে খতম করা। এরই সমর্থনে সঙ্গীত প্রেমী কবির সুমন, জাতীয়তাবাদী বলে কথিত নেতা সিদ্দিকুল্লার সুরে সুর মিলিয়ে প্রচার করছেন গণতন্ত্রের নামে ১৪০০ বছর ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তসলিমা যা ইচ্ছে তাই লিখবে এটা কখনই বরদাস্ত করা হবে না। অর্থাৎ তসলিমার মুণ্ড নিতেই হবে। সরকার বাশা দিলে রাজ্যজুড়ে আশাভীরব আগুন জ্বলানো হবে। যার-নির্গলিত অর্থ তসলিমার অজুহাতে ৪৬-এর দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি ঘটানো।

ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান বলছে প্রতিটি মানুষের বাকস্বাধীনতা আছে। সমালোচনা কারো ভাল লাগতে নাও পারে তার জন্য লেখার বিরুদ্ধে লেখা চলতে পারে। আদালতে নালিশ করা যেতে পারে। তাই বলে কাউকে খুনের হুমকী দেওয়া বা খুন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। ভাবতে অবাক লাগে ভারত রাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য সভায় প্রশাসনকে হুমকী দেওয়া হচ্ছে তসলিমা নাসরিনকে না তড়ালে তাকে খুন করা হবে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সব শব্দনে ও অতুদভাবে নীরব। এরফল যে কোন মুহুর্তে গণতন্ত্র প্রিয় প্রতিবাদী মানুষের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়ে যেতে পারে।

আলিপুর বার্তা

তসলিমা, মৌলবাদ ও সরকার

০৮ সেপ্টেম্বর- ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭

সুনীল ঘোষ : তসলিমার লেখা নিয়ে অনেকে ধর্মীয় কারণে মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারেন। তার জন্য আইন আদালতের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। শারীরিক হেনস্তা করা বা প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। তসলিমার লেখা অনেকের মতে সুসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। কেউ কেউ বলেছেন (টি ভি আলোচনায়) তিনি বাংলা দেশে গিয়ে থাকুন না কেন! এ কথাও সমর্থন যোগ্য নয়, কেননা সেখানে তার প্রাণ নাশের ফতোয়া জারি করা আছে। অবশ্য প্রাণ নাশের ফতোয়া এখানেও আছে এমনকি পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনামসহ। কিন্তু আমরা কি তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি? একটি সভ্যজাতি তা কখনই পারে না। তসলিমা যদি মনে করেন তার প্রতি সমাজ বা বিশেষ করে পুরুষ ঘৃণা আচরণ করেছে, বা মৌলবাদী কোনও ফতোয়াকে তিনি সমর্থন করেন না, তা তিনি লিখতেই পারেন। অনেকে আবার মধ্যপথ অবলম্বন করে বলেন, তিনি লিখুন, তবে সাহিত্যের ভাষায়, পাঠকের মন কলুষিত করেন নয়, শোভন সুন্দর ভাষায় প্রতিবাদী লেখা। শেষ খবর: অবশেষে আদালতের অনুমতি নিয়ে পুলিশ এম আই এম দলের বিষায়ক আকবর উদ্দিন ওয়াইসির বিরুদ্ধে তসলিমা কাণ্ডের অপরাধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছে। তার বিরুদ্ধে হালমা ও প্রাণ নাশের হুমকির অভিযোগ।

বি. দ্রঃ প্রাণ নাশের হুমকি পশ্চিমবঙ্গেও দেওয়া হয়েছে, এখানে কিন্তু কোনও পুলিশি অভিযোগের কথা শোনা যায় নি।

০১ সেপ্টেম্বর – ০৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭

তসলিমার মৃত্যুদণ্ড

সম্পাদকীয় : খোদ কলকাতা শহরে কিছু মৌলবাদী মুন্ডচ্ছেদের হুমকি দিয়েছে লজ্জা খ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে। আশ্চর্যের বিষয় সংস্কৃতি মনস্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে মুখ্যমন্ত্রী তেমন ভাবে সরব হননি।

বাংলাদেশে মৌলবাদী আক্রমণের শিকার হিন্দু পরিবারগুলিকে নিয়ে যে প্রতিবাদী উপন্যাস লজ্জা লিখেছিলেন তারই জেরে দেশছাড়া হতে হয়েছিল তাঁকে। আজও তসলিমা বাংলাদেশে ফিরতে পারে নি। দেশে বিদেশ ঘুরে অবশেষে ভারতবর্ষে বসবাস করছেন দুর্ভাগ্যের হলেও সতি যে বামশক্তির একাশে তাঁর বিরোধীতার পথে নেমেছেন। মকবুলফিরা হুসেন নামক শিল্পী যিনি হিন্দুদের দেবীর নামা বিকৃত ছবি আঁকতে ভালবাসেন এবং প্রচার করেন তার বিরুদ্ধে রাস্তায় আজ পর্যন্ত কোন স্লোগান বা বিবৃতি দেন নি কমিউনিস্ট নেতা বা নেত্রী। শ্রেফ ভোটের অংক মাথায় রেখে যাঁরা আদর্শবাদের পতাকায় নানা রঙ বিভিন্ন সময় বাহ্যার করেন সে রাজ্যে, সে দেশে তসলিমা নাসরিনদের মত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিহুদের তালিবানি হুমকির মুখে পড়া স্বাভাবিক। এদেশের মাটিতে যদি তসলিমা নাসরিনের ওপর কোন বড় আঘাত আসে তাহলে মুখপড়বে এদেশের। নষ্ট হবে ভারতের তথা বাংলার ভাবমূর্তি।

যাঁরা তসলিমার ওক্ততা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুদন্ড দিতে উদ্যোগী তাদের ভেবে দেখা উচিত এদেশেই শিল্পীর স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে মকবুল ফদা এদেশের বহুমানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে কীভাবে নিয়ত আঘাতকর করেছেন। মঙ্গলদয়ের ইমামদের কাছে জিজ্ঞাসা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায় রাখার দায়িত্ব কি শুধু হিন্দুদের। সাধারণ মানুষের মন ব্যাক্ত করা যে কোন সম্প্রদায়ের উগ্রমৌলবাদীদের কর্মসূচী থাকলেও এদেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতাদের আরো নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা উচিত।

আলিপুর বার্তা

তসলিমা, মৌলবাদ ও সরকার

২৫ আগস্ট – ৩১ আগস্ট ২০০৭

সংবাদিক গুহ : তবে এ শুধু রাইহানি বা তসলিমার ভাবনা নয়, ভাবনা এখন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী, খৃষ্টান, পাশী এমন কি, শিয়া, সুফি, আহমাদি সবরাই। কেউই কোরান হাদিস, শারিয়তী আইন থেকে রেহাই পাবে না। তালিবান পন্থী জঙ্গীরা আল্লার স্বর্ণ সুখভোগের তারণায় অ-মুসলমান কাফেরদের হত্যা করে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সর্বত্র আল্লার রাজ্য প্রতিষ্ঠাই তাদের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। রাজনৈতিক নেতারা নিজদের সঙ্গীর্ষ স্বার্থের খাতিরে তালিবান পন্থীদের সঙ্গে সমঝোতা করলেও আজ প্রতিটি ভারতবাসীর চিন্তা করায় সময় এসেছে পার্টির পতাকা ফেলে দিয়ে তালিবানপন্থীদের দুর্বল জায়গা মো্লোতন্ত্র এবং শারিয়তী আইনের মুলোচ্ছেদ করতে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং সকলের জন্য এক আইন প্রতিষ্ঠা কল্পে লড়তে হবে এক সাথে। এছাড়া তালিবান পন্থীদের হাত থেকে বাঁচার কোনও পথ নেই।

১১ আগস্ট – ১৭ আগস্ট ২০০৭

অক্সে তসলিমা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ আগস্ট বাংলাদেশের বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন হায়দ্রাবাদে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে মৌলবাদী মুসলীম সম্প্রদায়ের হামলার শিকার হন। অনুষ্ঠান যখন শেষের দিকে তখন প্রেস ক্লাবে তিন বিষায়ক আফসার খান,আহমেদ পাশা ও মাজুম খানের এম.আই.এম-এর প্রায় ২০ জন সমর্থক তসলিমার উপর হামলা চালান। পরে অবশ্য পুলিশ সাংবাদিক ও সংগঠকরা তসলিমােকে নিরাপদে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেন। সন্ধ্যায় তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। তসলিমার এই আক্রান্তের সংবাদে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশের বুদ্ধিজীবী শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকেও তার উপর এই হামলার তীব্র নিন্দা করছি। অপরাধীদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়।

আলিপুর বার্তা

বেহালা বইমেলায় তসিমা নাসরিন উপেক্ষিত?

২৬ ডিসেম্বর – ২৯ ডিসেম্বর ২০০৬

কুণাল মলিক : নবম বেহালা বইমেলায় শেষ হওয়ার আগের দিন (১৬ ডিসেম্বর) ভরমজমাট সন্ধ্যায় হঠাৎ আমাদের পত্রিকার চিত্রসাংবাদিক খবর দেন বেহালা বইমেলায় একটি খাবার দোকানের স্টলে তসলিমা নাসরিন বসে আছেন। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। কারণ তসলিমার মতো আত্মজাতিক মানের কোনো লেখিকা মেলায় এলে বিশেষতঃ মেলাটা যখন বইয়ের এবং তসলিমা যখন লেখিকা, তখন নিশ্চয়ে বইমেলা কমিটি থেকে এই সংবাদ ঘোষণা করা হত। কিন্তু যখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলে দ্বাদ বদল খাবারের দোকানের স্টলে গেলাম। সভাই দেখলাম, তসলিমা বসে আছেন, পিছনে তাঁর সিকিউরিটি, সঙ্গে এক মহিলা। আর দোকানের সামনে কৌতূহলী কিছু মানুষের ভিড়।

অনেকের ভাবমেনে তসলিমা তো? আমরা আলিপুর বার্তা পত্রিকার পক্ষ থেকে ঐ দোকানের মশোই শারদীয়া সকলন এবং সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তার সখ্যাগুলি লেখিকার হাতে ভুলে দিই। তসলিমা নাসরিন জানান, তিনি বইমেলা কমিটির অন্যতম মেলায় আসেননি, খাবারের দোকানোর কর্ণরার শর্মিলা নেনওস্তুর বান্ধবী হিসাবে এসেছেন। কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, তসলিমার মতো একজন লেখিকা বইমেলায় এলেন, বইমেলা কমিটির লোকজন কেন পাতাই দিলেন না। অন্ততঃ মাইকে একথা ঘোষণা কিবা মঞ্চে না হোক বইমেলায় অফিসে সাদর অভ্যর্থনাতে বইমেলা কমিটি জানাতে পারতেন। তসলিমা খাবার স্টলে থাকাকালীন বইমেলা কমিটির সভাপতি পবিত্র অধিকারিকে প্রশ্ন করেছিলাম, শুনলাম মেলায় নাকি তসলিমা নাসরিন এসেছেন? উত্তরে পরিবরাণ জানান, আমিও শুনলাম। তবে আমরা অমনুগ্র করনি, ঐ খাবারের কোনো দোকানে নাকি এসেছেন। বইমেলা কমিটি আর এক কর্মকর্তা কবি ঋত্বিক ঠাকুর জানান, গত বছর আমরা সংবর্ধনা দিয়েছিলাম তসলিমােকে। একজনকে প্রতিবারই সংবর্ধনা দিতে হবে?



জয়ন্ত চক্রবর্তী,শিলিগুড়ি : ২৭ জুলাই বহু শিলিগুড়ির বহু কাঙ্ক্ষিত বর্ধমান রোডের উপরে যানজট কমাতে উড়ালপুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বর্ধমান রোডের উপর নির্মিত উড়ালপুলটি জনসাধারণের জন্য চলাচলের এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করবে বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘রাজ্যের পূর্বতন সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা না করেই বিরোধিতা করে গেছে, ফলে বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভার নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল তা জট কাটিয়ে বর্তমান সরকার জনসাধারণের সুবিধার্থে ও যানবাহনের সুবিধার্থে আনুষ্ঠানিকভাবে চলাচলের সূচনা করা হল।’

ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার উদ্যোগে মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার কার্যালয়ে হারিয়ে যাওয়া ৫৯১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ৩০১ জনের হাতে তুলে দেওয়া হল যাদের মোবাইলগুলো হারিয়ে গিয়েছিল। বাকি ফোনগুলো হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এদিন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্দন বলেন, যাদের মোবাইল ফোন হারিয়ে যাবে তারা খুব শীঘ্রই থানাতে লিখিত অভিযোগ করবেন। অভিযোগ করার সাথে সাথেই আমরা ফোনগুলোর সন্ধান করতে থাকি। এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে আমাদের রাজ্য এবং ভিন রাজ্য থেকেও ফোনগুলোকে



উদ্ধার করে আনা হয়। আসলে আমাদের উদ্দেশ্য হল যাতে করে ওই সমস্ত ফোন থেকে অন্য কেউ কোন অবৈধ কার্যকলাপ করতে না পারে। ৫৯১টি ফোন উদ্ধার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ৩০০ জনকে আমরা ফোন ফিরিয়ে দিলাম বাকি ফোনগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হবে ধীরে ধীরে।

অন্য স্বাদের খারাবাহিক মৃত্যু যাদের রহস্যে ঘেরা সুবীর পাল

বলেছিলেন তিনি ‘আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়!’ কিন্তু কোথায় আর ফিরে এলেন? সেই কন্ডোল যুগের হে প্রকৃতির কবিবর, নীলরোহিতের কেউ কথা রাখেনি মতোই তুমি কি যে আজও রয়ে গেলে এই দূর সমুদ্রের জলে! যে নক্ষত্র দেখে নাই কোনদিন, দাঁড়িয়েছি আজ তার তলে! তোমারই প্রাণ্টিত পরলোকে। সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।... তবুও তোমার কাছে আমার হয়্যএ এক নিকষ রাত্রির অন্ধকারে জমে থাকা অশ্রুত বিতর্কের তরে। মরিবার হলো তার সাধ,... এই ঘুম চেয়েছিল বুধি। আত্মঘাতীর স্বেচ্ছাচারী ঘুড়ি লাটাইয়ে নাকি দুর্ঘটনার জমাট বাঁধা থোকা থোকা রক্তে উড়ছে মরিচের ভলভনে। বাংলা সাহিত্যের কন্ডোল যুগের একমাত্র বিপন্ন কবি হিসেবে যিনি সর্ব কালের সর্ব পরিচিত ছিলেন তিনি হলেন বং অন্তরাষ্ট্রার প্রাকৃতিক কাব্য ঈশ্বর জীবনানন্দ দাশ। জীবণ মরসের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছো দাঁড়িয়ে। রাগ: বেহাগ। তাল: রূপকড়া। পূজা পর্যায়ের রবীন্দ্র সঙ্গীত। এই গানটি গাইতে বলেছিলেন রূপসী বাংলার কবি। কাকে জানেন? জীবনসখা লাবণ্য দাশকে। যাঁর বিবাহ পূর্ব নাম ছিল লাবণ্য গুপ্ত। ছিলেন পরমা সুন্দরীও। হাওড়া গার্লস কলেজের শিক্ষিকা লাবণ্য দেবী অবশ্য খুবই সুন্দর কেনে এ হেন নব বিবাহ নৈবেদ্যের সমপল ক্ষুণ্ণে। চমকিত নববধূ শুধুই ভেবেছেন, জীবনের এই দৌঁছে একাকার চরায়ে এই অনুরোধ সতাই কি কেউ করতে পারেন? ব্রীড়ার কম্পনে অবাক অনুরোধে তখন স্ববির কবিপত্নী। শোনা যায়, লাবণ্য দেবীকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে হাজার বছর ধরে পথ হাঁটা ক্লান্ত পথিক মোট দুইবার বলেছিলেন গানটি গাইবার জন্য। কেনে এই গানটি গাইতে বলছে? নববধূর এমন প্রশ্নের উত্তরে বনলতার স্রষ্টা শুধুই মুচকি হেসেছিলেন। ফুলশয্যার মিলন

স্বীকৃতি প্রদান



নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস–এর পক্ষ থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুলাই কলকাতার ফ্যোরালি প্লেসের উদ্দিসা অডিটোরিয়ামে বিল্ডিং ক্যারেক্টার–সেলিব্রিটিং এঙ্গেলেস শীর্ষক এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের সফল আয়োজন করা হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল স্কাউট, গাইড এবং প্রাপ্তবয়স্ক নেতাদের নিষ্ঠাকে স্বীকৃতি জানানো এবং তাদের নিরলস সেবায় উৎসাহিত করা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলওয়ের মাননীয় জেনারেল ম্যানোজার মিলিন্দ পেওঙ্কর।

বয়লার ফেটে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর বিধানসভার অন্তর্গত আশুতি কলাতলায় সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ এক জিঁল কারখানায় বয়লার ফেটে এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ওই শ্রমিকের নাম অশোক শহীস(৪২), বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ বিকট শব্দে ওই জিঁল কারখানার চাল উড়ে যায়। প্রচুর মানুষ আতঙ্কে কারখানার সামনে জড়ো হয়। ওই সময় কারখানায় নাকি ৩০ জনের মত শ্রমিক কাজ করছিলেন। বয়লারের সামনে যে শ্রমিক ছিল তিনি গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আশুতি থানার পুলিশ। ওই শ্রমিককে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে দ্রুত পাঠানো হয়। কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ তড়িঘড়ি হাসপাতাল থেকে সমস্ত শ্রমিককে বের করে দিয়ে কারখানাটিকে সিল করে দেয়। কি কারণে বয়লার ফেটে এই দুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশ তার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই ঘটনায় এবং শ্রমিকের মৃত্যুতে এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আরো খবর

অভিষেকের বিরুদ্ধে হাজার কোটির দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা থানায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং ভূগমূল দলের জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ করলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। তিনি তার লিখিত দায়ের করা অভিযোগে জানিয়েছেন, মহেশতলা বিধানসভার বাটার হুগলি নদী তীরবর্তী প্রায় ৫২ বিঘা জমি যেটা ১৯৬৮ সালে সরকারিভাবে নথি ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে ওই জমিটি পিসি চন্দ্র জুয়েলার্সকে বেকার শিক্ষিত যুবক– যুবতীদের কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রের জন্য দেওয়া হয় এবং ঠিক হয় কোনভাবেই ওই জমিকে কমার্শিয়াল ভাবে ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু ২০১৪ সালে সাংসদ হবার পর অভিষেক ব্যানার্জি ২০২১ সালে প্রাইভেট জমির বৈধ যে কাগজপত্র ছিল তাকে অবৈধভাবে জমির চরিত্র পাষ্টে কমার্শিয়াল বিল্ডিং বানানোর জন্য পরিকল্পনা করে। তারপরই দেখা যায় সৃজন রবি লজিস্টিক পার্ক কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি করে ওই জমিতে।

এমনকি অভিজিৎ দাস বলেন, ১৯৬৮ সাল থেকে উপগ্রহ চিত্রে পরপর আমরা ছবি কালেকশন

করে। যেখানে ওই জমির মধ্যে ১১ টি পুকুর ছিল তাকেও অবৈধভাবে

ভরাট করা হয়েছে এবং এই অবৈধ কাজে সহযোগিতা করেছেন

তৎকালীন জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, রেজিস্টার,

বিএলএলআরও এবং অন্যান্য শাসকদের জনপ্রতিনিধিরা। তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা

হয়েছে। অভিজিৎ দাস বলেছেন যে ৫২ বিঘা জমিতে এইভাবে কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স করা হয়েছে

সেই জমির মূল্য কমপক্ষে ১ হাজার কোটি টাকা। বর্তমান রাজ্য সরকার

রাজ্য প্রশাসন এই ঘটনার তদন্ত করে জমির পূর্বের চরিত্র ফিরিয়ে

দেওয়ার পদক্ষেপ নিক এই আবেদন জানিয়েছি।

‘হর ঘর তিরঙ্গা’, রাজ্যজুড়ে ৩৫ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ৯ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে নবাবের নির্দেশে হতে চলেছে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচি। নবাবের নির্দেশিকা অনুযায়ী সারা রাজ্য জুড়ে ৩৫ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হবে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ৯ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন বন্দেমাতারাম

সংগীত পরিবেশন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে নানা অনুষ্ঠান সংঘটিত হবে।

জেলা ও পৌর নিগমের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা

হয়েছে, মহাকুমার ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা এবং ব্লকের ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকা অর্থ বরাদ্দ করা

হয়েছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে থাকবে প্রভাত ফেরী, সাইকেল র্যালি, বন্দেমাতরম সংগীত পরিবেশন

বিবেক জ্যোতিতে চালু হল কম্পিউটার শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত আড়াই বছর ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝড়খালি বিদ্যাসাগর পল্লীতে সাফল্যের সঙ্গে চলছে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির শিক্ষা প্রসার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সহায়ক শিক্ষাকেন্দ্র বিবেক জ্যোতি। ২৬ জুলাই এখানে আধুনিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার শিক্ষা চালু করল সমিতি।

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুভাষ মিস্ত্রী, শিক্ষক তপন মাইতি, সমাজসেবী যতীন্দ্রনাথ সরকার, সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, অধ্যাপক সঞ্জিত জোতদার, অলিপুর বার্তার সহ সম্পাদক কুনাল মালিক, সমাজকর্মী প্রশান্ত সরকার, সমিতির বিশিষ্ট সদস্য সুধীর নন্দী, সঞ্জীব মুখার্জি, চেতালি গুহ, মমীর দাস, সোমনাথ পাল, কমল দাস এবং সমাজসেবী শ্রাবস্তী দাস। এছাড়াও ছিলেন শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক বিলাস সরকার, শিক্ষিকা মনীষা মণ্ডল, পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয় বঙ্গবাসী কলেজের প্রাভঃ বিভাগের



ছাত্রছাত্রীন্দ্বন্দ।

বিশিষ্ট অতিথিরা প্রকৃত শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

জীবনানন্দ দাশ : সত্য, তবু শেষ সত্য নয়

ক্ষেত্রে কবির এমন পরলৌকিকতার শ্রবণ ঈঙ্গা প্রকৃতই যে কতটা বেমানান তা তৎক্ষণাৎ সতাইই এক অনায়াত্যা সুন্দরী শিক্ষিকাকে অন্তরে অন্তরে টলিয়ে দিয়েছিল পরবর্তী অধ্যায়ে লাতুর সম বিধ্বস্ত অভিভায়ে।

তাই হয়তো তাঁর নিজস্ব পাহাড় প্রমাণ অভিজ্ঞতা থেকে অকপটে বলতেন, মৃত্যুর পরপর সম্পর্কে জীবনানন্দের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। মাঝে মাঝেই তিনি বলতেন, মৃত্যুর পরে অনেক প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হয়। আর বলতেন, আচ্ছা বলো তো আমি মারা গেলে তুমি কি করবে? এও যে এক রহস্য ঘেরা দারুচিনি দীপের নিজন অন্ধকারে হয়তো সদা জাগ্রত উপাসকের অজানা আত্ম সাধনা।

অধুনা বাংলাদেশে অবস্থিত। তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলার বরিশাল। সেখানেই জন্মে ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। তারিখটি ছিল ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। বাবার নাম সত্যানন্দ দাশগুপ্ত। মাতা ছিলেন কবি কুসুমকুমারী দাশগুপ্ত। সূত্রাং কবির জন্মতাত নাম ছিল জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি দাশগুপ্তের পরিবর্তে শুধু দাশ পদবীটি ব্যবহার করতে শুরু করেন কবি। তাঁর পোষাকি নাম ছিল মিলু। মা কুসুমকুমারী দেবীর লেখা কবিতার লাইন আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে পরাধীন বাংলায় একদা দারুণ সারা জাগিয়ে ছিল আর বাঙালির অন্তরে অন্তরে। বাবা ছিলেন একাধারে স্কুল শিক্ষক। অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ব্রাহ্মবাদী পত্রিকার ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

নির্জন রাত্রির একাকী নক্ষত্র অভিলষী কাব্য প্রেমিকেরা ছিলেন দাঁড় ভাই এক বোন। সবার বড় ছিলেন স্ন্যং বিষয় পথিক কবি। ভাইয়ের নাম অশোকানন্দ দাশগুপ্ত। বোনের পরিচয় সুচরিতা দাশগুপ্ত। কবির এক পুত্র ও এক কন্যা। তাঁদের পরস্পরের নাম যথাক্রমে সমরানন্দ দাশ এবং মঞ্জুষ্ঠী দাস। ১৯১৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ১৯১৯ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯২১ সালে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন।

জীবনানন্দ নিজের জীবদশায় ২১টি উপন্যাস, ১২৮টি ছোট গল্প রচনা করেছিলেন। কিন্তু এমন হতভাগ্য ছিলেন যে বেঁচে থাকতে এইসব বাংলা ভাষার মনিমানিক্যের একটিও প্রকাশিত হয়নি। ১৯১৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর কবিতা। ব্রহ্মবাদী পত্রিকায়। কবিতার নাম ছিল বর্ষা আবাহন। তিনি প্রায় ৮০০টি কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে মাত্র ২৬২টির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন। অথচ কবির পরলোক গমনের পর তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী নব ধারার বিপুল আয়োজন। জীবিতকালে কবি লিখেছিলেন কয়েকটি অর্থেই এক অবহেলিত ও উপেক্ষিত কাব্য সাধক। কি পরিচিত সমাজে। কি প্রিয়জনের সন্কাশে। বাতাসে ভেসে বেড়ায় এমনও ফিসফিস উপাখ্যান যেখানে কবির মৃত্যুর পর লাবণ্য দেবী কোনও কাজে যোগে অতি পরিচিত সমামৃত স্বামীর বন্ধুকে কি সত্যি তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, তোমাদের জীবনানন্দ কি নাতিহী কবি ছিলেন? হায়রে হায়, হয়তো এমনই ছিল ব্যক্তি জীবনানন্দের তীর কটাক্ষ অসম্মানিতের অস্বীকৃতিময় জীবনযাপন।

নির্জনতার অন্তর্মুখী কবি সম্পর্কে বিশ্বকবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা বলেছিলেন, ওঁর কবিতা চিত্ররূপময়। কবি বুদ্ধদেবে বসু তাঁকে সন্মোহন করতেন, নির্জনতম কবি। অন্নদাশঙ্কর রায় উল্লেখ করতেন তাঁকে, শুদ্ধতম কবি বলে। ১৯৫২ সালে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ও ১৯৫৫ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন কন্ডোল যুগের এই বিপন্ন কবি। কোনও দিনই তিনি স্থায়ী চাকরি করার সুযোগ পাননি। এমনও শোনা যায়, চরম দারিদ্র্য ঝিল্ট হয়ে পরিত্রিতের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন অর্থ সংস্থানের কারণে। বিনিময়ে হামেশাই জুটেছিল নিখাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা গোটা আকাশ সম লজ্জাজনক হতশা মাত্র।

পরাবাস্তবের এই কবি ছিলেন গুণন্যাসিক, গল্পকার,



প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, গীতিকার, সম্পাদক ও অধ্যাপক। কলকাতার দৈনিক স্বরাজ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনাও করেছেন কিছুদিন। এছাড়া কলকাতা, হাওড়া এবং বরিশালের একাধিক কলেজে অস্থায়ী ভাবে অধ্যাপনাতেও যুক্ত ছিলেন।

অতি ব্যক্তিগত বিতর্কিত জীবনেও তিনি কিন্তু আদৌ সুখী ছিলেন না। প্রথম জীবনে খুড়তুতো বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আচমকা বেড়ে গেলেও সেই সম্পর্কের জল অবশেষে বেশি দূর গড়ায়নি। আবার অনেক গবেষক দাবি করেন, দাম্পত্যের অন্দরমহলে শারীরিক অধ্যায়েও খুব একটা সুখী ছিলেন না কবি। আসলে মনের অন্দরে ক্ষতবিক্ষত জীবনানন্দ ছিলেন এক অতৃপ্ত, কুণ্ঠিত আর আত্মভালা পুরুষ। মিলের মোটা ধূতি পরতেন। একবার স্ত্রী লাবণ্য দেবী একটি ধূতি কিনে উপহার দিয়ে ছিলেন তাঁকে। বলেছিলেন, একটু ফিটফাট হলে, সাজসোজ করে থাকতে পারো তো। না হলে লোকে কি বলবে? কবি লেখায় ব্যস্ত ছিলেন তখন। লেখা থামিয়ে বলে ওঠেন শান্ত স্বরে, তুমি যে ভাবে খুশি সাজ-পোশাক করো, তোমার সে ইচ্ছেতে আমি কোনও দিনই বাধা দেব না। কিন্তু আমাকে এ বিষয়ে তোমার ইচ্ছামতো চালাতে যু্থা চেষ্টা করে।

না। কাঁবির এমন অচেনা বিরূপ আচরণে তখনকার মতো হঠাৎ থমকে গিয়েছিলেন লাবণ্য দেবী। এইরূপ নানাবিধ অন্তর্ভেদী আত্মকেন্দ্রিক যন্ত্রণায় চির জর্জরিত হয়ে ছিলেন মুখ তার। রাবস্তীর কারকর্ষ আঁকা এই বার্ঘ প্রেমিকবর। তাই হয়তো লাজুক, ভিড় এড়িয়ে চলা অভিমাদী তিনি ভাবতেন আপন খোয়ালে, জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা, মরণে কেনে তারে দিতে এলে ফুল। হয়তো সে কারণেই তিনি বাঙালির হৃদয়ের কোঠায় প্রকৃতির কবি হিসেবে চির স্মরণীয় হয়ে ওঠেন অচিরেই। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় তাঁর মৃত্যুর পর।

ধবল বক প্রিয় কবি মারা গিয়েছিলেন ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে। কলকাতার বালিগঞ্জে সবুজ ঘাসে আবৃত অঞ্চলে ট্রামে ধাক্কা লাগে ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায়। ড্রাইভার ব্রেক মেরে ট্রাম দাঁড়ও করানেন। কিন্তু ততক্ষণে ট্রামের ক্যাচারে পিশে যায় তাঁর রক্তাক্ত অচেতন শরীর। ভেসে যায় কণ্ঠ, উরু এবং পাঁজরের অনেকগুলি হাড়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, এই দুর্ঘটনায় ট্রামের সামনের অংশ তুবড়ে যায়।

জীবনানন্দের মৃত্যু নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে প্রকৃত ঘটনাটি কি তার যথার্থ উত্তর আজও অনুচ্চারিত। কবির অনেক স্বজনদের দাবি এটি সম্ভবত নিছকই দুর্ঘটনা। আবার একাংশ গবেষকের ধারণা, কবি জেনে বুঝে আত্মঘাতী হতে চেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু থিরে তাই অনেক ঐয্যাসার ছড়াছড়ি। কিন্তু এ সবার অন্তিম পরিণতি বলতে সবকিছুই যেন এক অমীমাংসিত সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।

কবির লেখার মধ্যে বারোবারে ফুটে উঠেছে এক জীবন বিতুষণ সহ আত্মহত্যার বহুল শব্দ লালিত ইঙ্গিত। যেমন, এইবার ছুটি পেয়ে ফিরিব না পৃথিবীতে আরা। কবি আহমেদ রফিক তাই নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন উনার সম্পর্কে, সম্ভবত প্রেমের অপর্যতা, ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় কবির মনে যে গভীর হতশা–নৈরাশ্য জন্ম নেয়, ব্যাথা বিষয় যন্ত্রণার উদ্ভব ঘটে, তারই পরিণামে ক্রমান্বয়ে অতল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মৃত্যু চেতনায় উত্তরণ নির্বিকল্প হয়ে ওঠে।

ট্রামলাইনে উপর গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পার্শ্ববর্তী চায়ের দোকানী চুনিলাল সহ বেশ কিছু নিকটবর্তী মানুষ দৌড়ে এসে কবিকে উদ্ধার করে কলকাতার শঙ্খনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করেন। উদ্বিগ্ন সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানন্দ্র রায় কবিকে দেখতে এসে জরুরি চিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা বিফল করে ২২ অক্টোবর রাাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটে ওই হাসপাতালে কবি নক্ষত্র লোকে পাড়ি জমান।

মৃত্যুর আগে হাসপাতালের শযায় শুয়ে পাশে থাকা সম্পাদক বন্ধু সঞ্জয় ভট্টাচার্যের হঠাৎ হাত ধরে ক্ষীণ স্বরে জীবনানন্দ বললেন, এখানে ভালো লাগছে না। একটা কমলালেবু খেতে পারব? এটাই বোধ হয় তাঁর জীবনের শেষতম কথোপকথন। আসলে তিনি আবার বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে আবার কমলালেবুর খাবার বাসনা একবারে অন্তিম মুহূর্তে করেছিলেন। এসবই তো বাঁচার মনকতার তীক্ষ্ণ নিদর্শন। মনে সেই বাঁচার অভিশ্রায়

টেকনো ইণ্ডিয়ার সমাবর্তন

উজ্জ্বল সরদার : ভারতবর্ষের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় তথা পূর্ব ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টেকনো ইণ্ডিয়া গ্রুপ। টেকনো ইণ্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের গুণগতমানোন্নয়নের বিষয়ে সক্রিয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রগুলি। বর্তমানে ২১ টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১২টি ব্যবসায়িক বিদ্যালয়, ১৭ টি সাধারণ বিদ্যালয়, ৬ টি উচ্চ বিদ্যালয় এসব নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড। শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রথা মেনে বছরের একটি দিন এই বিশ্ববিদ্যালয় মহাসমারোহে আয়োজন করে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের



তাঁদের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবের। ২৬ জুলাই কলকাতার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গনের মধ্যে এই বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্বোধক ও অতিথি ছিলেন ভারত সরকারের নীতি আয়োগের সহযোগী যোয়ারমান ডঃ অশোক লাহিড়ী। তার হাত দিয়েই এদিন সূচনা হয় ‘অটল ইনিকউবেশন সেন্টার’ টেকনো ইনোভেশন অ্যান্ড ইনকিউবেশন কাউন্সিল’। পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও বানিজ্যিক উদ্যোগ প্রসারের ক্ষেত্রে নীতি আয়োগের সহায়তায় গড়ে ওঠা এটি একটি বিশেষ প্রচেষ্টা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাসগুপ্ত, এই সেন্টারের সূচনা অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

আরও উপস্থিত থেকে সম্মানিক ডি.লিট গ্রহণ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গজল ও ভজন সঙ্গীত শিল্পী পদ্মশ্রী অনুপ জলোটা, অলিম্পিকে প্রথম ব্যক্তিগত স্তরে সোনা বিজয়ী শূটার পদ্মভূষণ অভিনব বিন্দ্রা, বিশিষ্ট লেখিকা পদ্মশ্রী শিবশঙ্করী চন্দ্রশেখরণ, বিশিষ্ট মহাকাব্য বিজ্ঞানী তথা চন্দ্রযান ও প্রকল্পের ডিরেক্টর ডঃ পি ভেরামুথুভেল, সিএসআইয়ার–সিএমআইআরআই দুর্গাপুরের ডিরেক্টর ডঃ নরেশ চন্দ্র মুর্মু, বাংলা চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট বর্ষীয়ান অভিনেত্রী সাবিত্রী

যদি থাকবে তবে তিনি আত্মহত্যা থামাকো করতে যাবেন কেন? এমনকি দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরাও একব্যাকো জানান, দুর্ঘটনা একবারে প্রাক মুহূর্তে বিপন্ন কবির দৃই হাতে দুটি ডাবের থোকা ধরা ছিল। এভাবেই তিনি তখন সেই ট্রাম লাইনের

উপর দিয়ে হাঁটছিলেন। আকস্মিক চলন্ত ট্রামে তাঁর ধাক্কা লাগে। যদিও দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রামের থেকে দুষ্টা বাজানো হয়েছিল। রাবস্তীর স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠে আসে, দুই হাতে গাদা গুচ্ছেক ডাব হাতে বহণ করতে করতে কি কেউ আত্মঘাতী হতে পারেন নাকি? আত্মঘাতীই যদি হবেন তবে কবি শুধু শুধু হওয়া ছাত্র ছাত্রীসেরকে ক্ষেত্রি ডিগ্রী প্রদান করে সম্মান জানানো হয়। ছাত্রছাত্রী থেকে তাঁদের অভিভাবক সকলের মধ্যেই এই অনুষ্ঠান নিয়ে উন্মাদনা ছিল বিশেষ নজরকড়া।

কিন্তু বাংলা সাহিত্য গবেষক আবদুল মালান সৈয়দের দাবি করেন, ক্রমগত মৃত্যু–অভীপ্সা কি ভিতর থেকে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল ট্রাম লাইনের উপর? খুব সঙ্গতভাবেই তাঁর মৃত্যুকে স্বেচ্ছামৃত্যু বলেই মনে হয় আমাদের। এই মরণেচ্ছার বাস্তব কারণও ছিল। আসলে এটা তো ঠিকই জীবনানন্দ ফুটপাত কবিতায় কি অদ্ভুত সব পরাবাস্তবের প্রসঙ্গকে নির্যুত রূপে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। যা নিছকের মৃত্যুর দুর্ঘটনাকেই পদে পদে হাতছানি দিয়েছে। ট্রামের লাইনের পথ ধরে হাঁটি, এখন গভীর রাত, কবেকার কোন সে জীবন যেন টিটকারি দিয়ে যায়, তুমি যেন রড ভাঙা ট্রাম এক ডিপো নাই, মজুরির প্রয়োজনে নাই, কখন এমন হয়ে যায়। আকাশে নক্ষত্রে পিছে অন্ধকারে, কবেকার কোন সে জীবন ডুবে যায়। এমন রচিত লাইনগুলি কিসের ইঙ্গিত বহণ করে চলেছে আজও? কবির শেষযাত্রার ছায়াঙ্গনী অরবিন্দ গুহ সন্দেহহীত মনে জানিয়ে ছিলেন অকপটে, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, ট্রাম লাইনের সেই জায়গা জুড়ে সমস্ত ঘাস। আশ্রয়, শানবাঁধা কলকাতা জীবনানন্দের জীবনের চরম দুর্ঘটনা এমন জায়গাতেই ঘটল যেখানে ঘাস, ঘাস। যে ঘাসের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রগাঢ়, প্রবল।

আব্দুল মালান সৈয়দ জীবনানন্দের মৃত্যু সম্পর্কে আরও লেখেন, ‘আমার মনে হয় জীবনানন্দ ঠিক ট্রাম দুর্ঘটনায় মারা যাননি। যদিও এই কথাটাই সর্বত্র বলা হয়ে থাকে এবং আমরা দেখেছি। তথাপি আমার ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন। অনেকটা একইরকম মন্তব্য করেছেন কবি তথা জীবনানন্দ গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ। তাঁর মতে, ‘কলকাতার ইতিহাসে জীবনানন্দই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ট্রাম দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তার লেখাগুলো পড়লেই বোঝা যায়, তিনি মৃত্যুচিন্তায় চিত্তিত ছিলেন। এক্ষেত্রে এটা আত্মহত্যা হলেও হতে পারে।’

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আরা। যে প্রকৃতির কবি এমনতর রাগা অম্মিতার অনন্য বর্ণনা উদ্ধৃতি করতে সিদ্ধ সাধক, সেই তিনিই কিনা এমনতর অপার্থিব আকাঙ্ক্ষায় উচ্চকিত হয়েছেন বারোবয়ে, শোনা গেল লাক্ষাকটা ঘরে, নিয়ে যখন তারে, কাল রাত্তে– ফাল্গুনীর রাতের আধারে, যেখা গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ, মরিবার হলো তার সাধা।... প্রেম ছিল, আশা ছিল– জ্যোৎস্নায়– তবু সে দেখিল কোন ভূত? ঘুম কেনে ভেঙে গেল তার? অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল– লাক্ষাকটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার। জীবনানন্দের কল্প বন্দনায় কেন, কেন বাস্তবের হিমায় হিমায় মৃত্যুকেই শুধু আনন খোয়ালে নন্দিত করে গিয়েছিলেন প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে? এর উত্তর যে আজও অধরাই রয়ে গেল।

ফুটপাথে রাখা বাইকে কেস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেআইনি পার্কিং নিয়ে রাজ্য সরকার আরও কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। কলকাতা পৌর এলাকাহিত শহরের ফুটপাথগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে কলকাতা পৌরসংস্থা। আর এবার পথচারীদের চলাচলের সেই ফুটপাথে সাইকেল, রিক্সা, বাইক স্ট্যান্ড ও চার চাকা গাড়ি স্ট্যান্ড করলে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ মোটা অঙ্কের কেস করবে বলে জানানো রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালা। তিনি বলেন, ‘বেশি নয়, ৫০০–১০০০ টাকা জরিমানা করবে কলকাতা পুলিশ। এবার থেকে কলকাতা পৌর এলাকায় বেআইনি পার্কিং কোনও ভাবেই চলতে দেওয়া



যাবে না বলে ২৫ জুলাই কলকাতার নিউ মার্কেট পরিদর্শনের পর পৌরমন্ত্রী এ বিষয়টি জানান। কলকাতা পৌর এলাকাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং পথচারীদের যাতায়াতের পথকে সম্পূর্ণরূপে দখলমুক্ত করতে হবে। মানুষ র‍্যাকটপ দিয়ে নয়, যেখানে ফুটপাথ আছে, সেখানে ফুটপাথ দিয়েই ইটাচলা করবো।’

বিধায়ক তহবিল বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের বার্ষিক বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২৫ জুলাই বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে ধন্যবাদজ্ঞাপন ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী

শুভেন্দু অধিকারী এই বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে বর্তমানে বছরে ৬০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়ে থাকে।

নেতাজিকে অপমান রাষ্ট্রের অসম্মান – শীর্ষক আলোচনা



নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার দুই রাজ্য সভা সদস্য নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি অসম্মান জনক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে নেতাজি অনুরাগী সংগঠন ও নেতাজি ভক্তদের মধ্যে। এরই প্রেক্ষাপটে ২৬ জুলাই মৌলালীর যুব কেন্দ্রে অনেকগুলি সংগঠন মিলিত হন। আজাদ হিন্দ পিপলস মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় বিভিন্ন বক্তা নেতাজির প্রতি এই অপমানজনক উক্তি অবিলম্বে প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার দাবিতে মুখর হন। মিশনের তরফে শিবপ্রসাদ তেওয়ারী আগামী দিনে পথে নেমে আসেনালবের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ্য করেন এবং সমকোত সকলেই সমর্থন জানান। নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী পাঠ্যপুস্তকে সঠিকভাবে নেতাজির সংগ্রাম ও জীবনকে তুলে ধরার পাশাপাশি নেতাজি সংক্রান্ত ১০ দফা দাবি তুলে ধরেন যেগুলি আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে বলে জানান। নেতাজি অ্যাকাডেমির পক্ষে

ড. পরিমল কান্তি মণ্ডল, নেতাজি চেতনা মঞ্চের তরফে প্রিয়ম গুহ, জাতীয় আর্তগ্রাণ সমিতির পক্ষে শান্তনু মুখার্জী, নেতাজি ব্রিসেড এক সংগ্রামের ড. ইফ্রনীল ঠাকুর, সন্তান দলের তরফে মনীষা দাস, স্বামীজি–নেতাজি ইনস্টিটিউটের তরফে চন্দ্র দীপ দে, নেতাজি ফ্রন্টের ড. দীপায়ন পাল, রান্যাজি কর্মসূচি নেবেন। নেতাজির প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদে নেতাজির দাদা ডা. সুদীপ বসুর নাতি ইফ্রনীল মিত্র, নেতাজি দেশবাস্য প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির তরফে প্রিয়াঙ্কা কারতি, স্বরূপা শ্রদ্ধা প্রাণা, প্রসেনোজিং ঘোষ, তাসস মুখোপাধ্যায়। আজাদ হিন্দ পিপলস মিশনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

বিনা মূল্যে অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা পূর্বে বিনা কিঞ্জে ১১টি ওয়ার্ডের সকল এলাকাবাসীদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু হল। আপাতত একটা গাড়ি দিয়ে ২ আগস্ট থেকে এই সার্ভিস চালু হবে। মনীষা ফাউন্ডেশন ও রোটারী ক্লাব কলকাতা মিলেনিয়াম সহযোগিতায় এই সার্ভিস চালু হল। অ্যাম্বুলেন্স পেতে যোগাযোগ করতে হবে ৮৪২০২৬০০০০ এই মোবাইল ফোন নম্বরে। এবিষয়ে বেহালা পূর্বের বিধায়ক শঙ্কর শিকদার বলেন, ‘অ্যাম্বুলেন্স একাটি আপৎকালীন পরিষেবা। এটা সপ্তাহে ৭ দিনই ২৪ ঘন্টা সার্ভিস দেবে। ২

জন ড্রাইভার সঙ্গে থাকবে। এই বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এই বেহালা পূর্ব বিধানসভা এলাকার মধ্যে যতগুলি সরকারি–বেসরকারি হাসপাতাল–নার্সিংহোম রয়েছে, সেগুলির জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সার্ভিস দেওয়া হবে। কিন্তু বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বাইরে এই অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পেতে গেলে তবে নির্দিষ্ট একটা চার্জ নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, আগামীদিনে আর একটি সংস্থা একাটি আইসিইউ পরিষেবাব্যুক্ত একটা অ্যাম্বুলেন্স দেনেব। মানুষের সহযোগিতা নিয়ে মানুষের সেবা করা এই বেহালা পূর্ব বিধায়ক সেবা কেন্দ্র থেকে চলবে।

মহানগরে একালেও বেহাল বেহালার রাস্তা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতার দক্ষিণ–পশ্চিম প্রান্তের বেহালা–সরসূনা–পর্ণশ্রী–ঠাকুরপুকুরের সঙ্গে কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্রের সংযোগকারী অধিকাংশ রাস্তা শেষ বিধানসভা ভোটের আগে থেকে সেই যে বেহাল হতে শুরু করেছে চলতি আষাঢ়–শ্রাবণের বর্ষায় তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। আষাঢ়–শ্রাবণের বৃষ্টিতে রাস্তাগুলি খানাখন্দের রাস্তায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে বাইক–স্কুটি চালকদের জন্যে হয়ে উঠেছে মরণফাঁদ। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে যদিও বা কয়েক জায়গায় প্যাচওয়ার্ক দেওয়া হয়েছিল, তাও বৃষ্টির ফাঁটার বেগে ও গাড়ির চাকায় তা আবার খন্দেই পরিণত হয়েছে।



ফাঁটা যা পিচের আন্তরণ ছিল, তা আজ খুঁজে পাওয়া দুশ্চর।

পিচ রাস্তার শত্রু বৃষ্টির জলে কলকাতার অধিকাংশ ব্যস্ত রাস্তাই খন্দে ভরে গিয়েছে। এই রাস্তা গুলি মেরামত করার অনুরোধ জানিয়ে

কোন্ কোন্ রাস্তা খন্দে ভরে গিয়েছে তার তালিকা কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ কলকাতা পৌরসংস্থাকে দিয়ে ছিল। কলকাতা পৌরসংস্থার সড়ক দপ্তর সেই মতো বৃষ্টিহীন রাতের বেলা খানাখন্দ ভরাটের কাজও শুরু

স্বাধীনতার পর অষ্টম জনগণনা

বরুণ মণ্ডল : স্বাধীন দেশের অষ্টম জনগণনা ২০২৭ এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ১ আগস্ট থেকে শুরু হল। এবারের জনগণনা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এবারের জনগণনাই স্বাধীন দেশের প্রথম জনগণনা যেখানে পরিবারের প্রধান ব্যক্তি তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত কী না, তাও ১৩ নম্বর প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে।তফসিলি জাতিভুক্তরা কেবল হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসার হতে পারেন, অন্য কোনও ধর্মের নয়; তবে তফসিলি উপজাতিরা যে কোনও ধর্মের হতে পারেন।। আর এই জাতিগত জনগণনা তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী কালে দেশের আইনসভা লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ করার পরিকল্পনা করছেন কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি সূত্রে এমনই জানা গেছে। এবারের জনগণনায় ‘সেলফ ইনিউমারেশন্ ফর্মের ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতবাসীরা কয়েই তাঁদের বিবরণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পৌঁছাতে জমা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। জনগণনা পোর্টালে ৬৪টি প্রশ্নাবলীসহ এই ফর্ম বাংলাসহ দেশের ১৬টি ভাষায় উপলব্ধ থাকবে।



সমস্ত রাজ্যবাসীকে মোবাইল বা ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের মাধ্যমে অনলাইনে ৬৪টি প্রশ্নের উত্তর তথ্য জানাতে জনশুমারি সংক্রান্ত পোর্টাল <https://se.census.gov.in/> – এল ইন করতে হবে। কাপচা পূরণ হবে, পরিবারের প্রধানের নাম, মোবাইল নম্বর ও আধার নম্বর, পিনকোড ইত্যাদি দিতে হবে। এই কাজটি ৯টি ধাপে করতে হবে। তারপর প্রশ্নোত্তর পরে ৯টি ধাপে পোর্টালে স্ব–গণনার

উত্তর দিতে হবে। ফাইনাল সাবমিট করলেই সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীর মোবাইলে এইচ–১১ সংখ্যার একটি নিজস্ব ‘এসই–আইডি’ চলে আসবে। বাড়িতে আসা জনগণনাকর্মীকে সেই আইডিটি জানাতে হবে। তাঁরা তথ্য গুলি সঠিক কী না দেখে নেবেন, আবার ভুল থাকলে ঠিকও করে নেবেন। ঘরের মেয়ে, দেওয়াল, ছাদ কীসের তৈরি দেখে যাবেন। বাড়িটি শুধু কী রেসিডেন্সিয়াল না কী বাড়িতে গোডাউন বা দোকান বা অন্য কিছু আছে কী না তিনি দেখে



কারণ জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জনগণনাকর্মীরা প্রতিটি বাড়িতে আসবেন। তিনি স্ব–গণনার(সেলফ এনুমারেশন) উত্তর গুলি খুঁটিনাটি দেখে নেবে।

কলকাতা পৌর এলাকাকে মোট ৮,১১২ টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। একজন জনগণনাকর্মী ১৮০ –২০০টি বাড়িতে যাবেন। জনগণনার তৃতীয় পর্যায়ে ২০২৭ সালের ৯–২৮ ফেব্রুয়ারি লিঙ্গভিত্তিক জনগণনা করা হবে এবং তখন রূপান্তরকামীদেরও তালিকা তৈরি করা হবে। ২০২৭ সালের ১ মার্চ সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ হবে।

আইএসিএসের ১৫০ তম বার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কম্পিউভেশন অফ সায়েন্স আইএসিএস ২৯



জুলাই এম.এল.এস. হল–এ, আইএসিএস–এ একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার১৫০তম

বার্ষিকী চিহ্নিত করেছে। ইন্ডেস্টি ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘস্থায়ী অবদানকে উদযাপন করেছে। উদ্বোধনের নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং বায়ো–টেকনোলজির মন্ত্রী মাননীয় ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটি ভারতে বিজ্ঞানের দোলনা হিসেবে আইএসিএস–এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতিতে এর চলমান ভূমিকা তুলে ধরে।

খবি : বৃদ্ধদেব মিশ্র

করে দিয়েছে, কিন্তু করলে কী ভারী গাড়ির চাকা ও বৃষ্টি ফাঁটার বেগে তা কয়েকদিনে তা আবার খন্দেই পরিণত হচ্ছে। বর্ষার পরে সব রাস্তা আবার সারানোর পরিকল্পনা করা হবে।

বেহালার খানাখন্দে মোড়া রাস্তাগুলির খুবই দুর্বিষহ অবস্থা হল বেহালা পূর্বের মতিলাল গুপ্ত রোড, হরিদেবপুরের মহাত্মা গান্ধী রোড, জোকা খালপাড়, বেহালা পশ্চিমের বীরেন রায় রোড পশ্চিম, সরসূনা মেন রোড, যাদব ঘোষ রোড, লিঙ্গ রোড, কাষ্ঠাঙা রোড, সোনামুখী রোডের অবস্থা শোচনীয়।

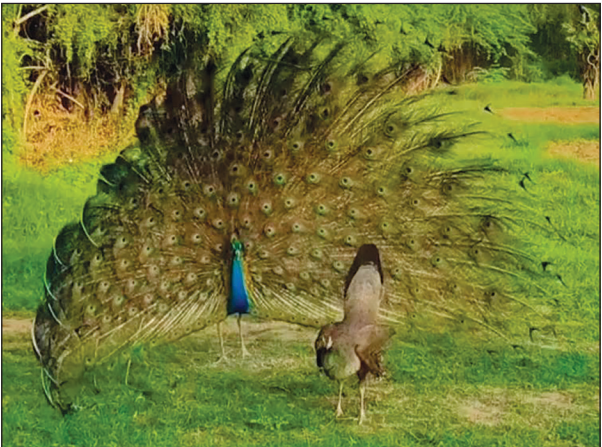
কলকাতা পৌরসংস্থার সড়ক দপ্তরের অধিকারিকদের বক্তব্য, ‘পটহোলস্ রিপেয়ারিং মোবাইল ভ্যান বৃষ্টিহীন রাতে বেরিয়ে যেসব রাস্তা খানাখন্দের ভরা তা মেরামত করছে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশও একাজে সাহায্য করছে।’

স্কুলে ইস্কনের খাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কলকাতা পৌর এলাকার একটা বড়ো অংশের প্রাক্–প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের গরম প্রোটিনযুক্ত ও পুষ্টিকর মিড–ডে মিল সরবরাহের দায়িত্ব পেল ‘ইস্কন অন্নামতা ফুড রিলিফন ফাউন্ডেশন’। ১৫ জুলাই রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পি এম পোষণ প্রকল্পের রাজ্য নির্দেশকের কার্যালয় থেকে এই সংক্রান্ত একটি চুক্তিপত্র পাঠানো হয়েছিল। আগামী ১ আগস্ট শনিবার থেকে কলকাতা পৌর এলাকায় এই পরিষেবা চালু হবে। ইস্কনের সঙ্গে চুক্তির শর্তানুযায়ী, তাদেরকে সরকারি নিয়ম মেনে প্রোটিনযুক্ত বৈচিত্র্যময় খাবার সরবরাহ করতে হবে। নিজস্ব খরচে সিলবদ্ধ পাত্রে দুপুরের আগেই স্কুলে স্কুলে খাবার পৌঁছানোর দায়িত্ব তাদের নিতে হবে। এরই সঙ্গে, বর্তমানে স্কুলে এতোদিনের রান্নার কাজে থাকা রাঁধুনি ও রান্নার সহায়কদের এই কাজে বহাল রাখতে হবে। সব জল্পনা মুছে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন স্কুলে স্কুলে ডিম পৌঁছে দেবে রাজ্য সরকার। কাজেই ছাত্রছাত্রীরা ডিম থেকে বঞ্চিত হবে না।

নয়া দ্বার

প্রীতম দাস : যাত্রীদের জন্য খুলে গেল শিয়ালদহ স্টেশনে আরেকটি প্রবেশ এবং প্রস্থান গেট। এমনই ঘোষণা করলেন শিয়ালদহর ডিআরএম রাজিব স্কসেনা। এই দ্বার দিয়ে ঢুকলে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যাবে রাজধানী, দুরন্ত সহ মেইল ট্রেন ছাড়ার প্ল্যাটফর্মে। ওই দ্বার দিয়ে বেরোলে সহজেই পেয়ে যাওয়া যাবে ট্যাঙ্ক ও ক্যাব। যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই নতুন দ্বার অনেকটাই সাহায্য করবে মনে করছেন আধিকারিকরা।



বাদলাদিনের আনন্দে : কালো মেঘের ঘনঘটা বর্ষার আগমনে পূর্ব বর্ধমানের জঙ্গলমহলে ময়ূর ময়ূরীর মন দেওয়া নেওয়া।

খবি : সুব্রত মণ্ডল



আগমনী : রথ যাত্রা শেষ হতেই, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কাঠামো তৈরির কাজ শুরু জোর কদমে, আর যে কয়েকমাস বাকি , উমা এলো বোলো।

খবি : অভিজিৎ কর



বিজ্ঞান মেলা : জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড হসপিটাল–এর উদ্যোগে এবং বিড়লা ইন্সটিটিউট অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিডিজিয়াম, কলকাতার সহযোগিতায় জিমস হসপিটাল ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞান মেলা এই বিজ্ঞান মেলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ, মহেশতলা, পূজালী ও বিষ্ণুপুরের পাশাপাশি হাওড়া এবং কলকাতা জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। তারা পরিবেশ, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান নিয়ে উদ্ভাবনী প্রকল্প ও মডেল উপস্থাপন করে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং গবেষণামূলক উপস্থাপনা উপস্থিত দর্শক, শিক্ষক ও বিচারকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।



গো সন্মান : ‘গো সন্মান আহবান অভিযান’–এর মাধ্যমে সারা দেশ জুড়ে গো হত্যা বন্ধ করে, গো মাতাকে রাষ্ট্রীয় মাতার মর্যাদা দিতে হবে এবং নন্দী মহারাজকে সেবা সুরক্ষা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এই দাবি নিয়ে বাঁকুড়ায় বিশাল মিছিল সহযোগে, জেলা শাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হল। বাঁকুড়ার বহু মানুষ এই মিছিলে সামিল হয়ে, হিন্দু হাইস্কুল ময়দান থেকে লালবাজার, রাণীগঞ্জ মোড়, চকবাজার, মাচানতলা হয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে আসেন। উদ্যোক্তারা জানান, দেশজুড়ে এই কর্মসূচি পর, যদি দাবিগুলি না মানা হয়। আগামী ফিল্মদিনের মধ্যে রাজ্যজুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে তারা নামবেন।

খবি : সুকান্ত কর্মকার



মিলেছে জি আই স্বীকৃতি

চলুন যাই কাঠপুতুলগ্রাম

দেবাশিস রায় : কেন্দ্রের তরফে জি আই(জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) স্বীকৃতি মিলতেই পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার সুবিখ্যাত কাঠপুতুলগ্রামের শতাধিক হস্তশিল্পী আর্থিক উন্নতির আশায় বুক বাঁধছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই কাঠপুতুলগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছে। এমনকি, পৃথকভাবে

পরিকল্পনা রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন এলাকার নবনির্বাচিত বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের গীলা পঞ্চায়েতের অধীনস্থ নতুনগ্রামের বিশ্বজুড়ে পরিচিতি কাঠপুতুলগ্রাম নামেই। ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী প্রাচীন এই জনপদের অসংখ্য কাঠখোদাই শিল্পী অসাধারণ হাতের জাদুতে কয়েক যুগ ধরে মূলত ব্যতিক্রমী ধরনের কাঠপুতুল তৈরি করে চলেছেন। যা

বিশ্বব্যাপী নতুনগ্রামের ঐতিহ্য বহন করেছে। শিল্পীরা নানাবিধ কাঠের ওপর হাতুড়ি–বাটালির সাহায্যে বিভিন্ন আঙ্গিকের পঁচা, দেবদেবীর কৃষ্ণ, কালী, গণেশ, যতি, ঘোড়া, রথ, রাজারানি সহ হরেকপ্রকার রঙিন পুতুল সহ এমন কিছু শৌধিন আসবাবপত্র এবং গৃহসজ্জাসামগ্রী তৈরি করছেন যা সাধারণত অন্যত্র মেলে না। এই শিল্পকর্মের দৌলতে নতুনগ্রামের একাধিক শিল্পী



রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কৃতও হয়েছেন। বর্তমানে এখানকার এই হস্তশিল্প আধুনিকতার ছোঁয়ায় আরও সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। যে কারণে এই ব্যতিক্রমী হস্তশিল্প

জি আই স্বীকৃতি লাভ করতেই নতুনগ্রামজুড়ে বর্তমানে খুশির হাওয়া। এই আনন্দ উদযাপনের জন্য সম্প্রতি নতুনগ্রামে শিল্পীদের উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেক–এর এক প্রতিনিধি দলের পাশাপাশি এলাকার বিধায়ক সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছরভর বিভিন্ন মেলাগুলিই নতুনগ্রামের হস্তশিল্পীদের প্রধান প্ল্যাটফর্ম। জেলা ও রাজ্যের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানাবিধ মেলায় এখানকার শিল্পীরা তাঁদের তৈরি হস্তশিল্পসামগ্রীর পসরা নিয়ে হাজির হন। তাছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত মেলাগুলিতেও শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়াও এখানকার বেশকিছু শিল্পী অনলাইনেই ক্রেতাদের পাছদমতো সামগ্রীর ছত্রাতা নিয়ে বাড়ি বসেই কারবার করছেন। দেবদেবীর মূর্তি থেকে শুরু করে দেয়ালঘড়ি, ফুলদানী,

নকশাদার টুল, বাড়বাতি, লঠন, আয়না, চোখরাঁধানো শো'পিস প্রভৃতি সামগ্রী দেশ এবং দেশের বাইরে শিল্পরসিকদের কাছে এভাবেই পৌঁছে যাচ্ছে। এই শিল্পের ওপরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শতাধিক পরিবার নির্ভর করে থাকেন। কাঠপুতুলগ্রামের হস্তশিল্পীদের উন্নতিতে এলাকায় ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে। স্থানীয় কাঠখোদাই শিল্পীদের একাংশ বলেন, আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প এবার জি আই স্বীকৃতি লাভ করায় আমরা অত্যন্ত খুশি। অশা করাছি, আমাদের তৈরি শিল্পসামগ্রীর কদর আরও বাড়বে দেশ–বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং সেইসঙ্গে আমাদের আর্থিক উন্নতিও বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে, ছবির মতো সুন্দর সবুজে ঘেরা এই নতুনগ্রামে এসে যদি হস্তশিল্পীদের কলকাজ চান্দ্ৰুষ সহ পছন্দমতো একোকাটা করতে চান তাহলে একদিন সপরিবারে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়তেই পারেন।হাওড়া কিংবা শিয়ালদা স্টেশন থেকে



কাটোয়া লোকাল ট্রেনে চেপে ঘন্টা তিনেকের জার্নিতে সরাসরি পাটুলি কিংবা অগ্রদ্বীপ স্টেশনে নেমে টোটে ধরে কিছুদূর গেলেই নতুনগ্রামসড়কপথে কলকাতা থেকে নবদ্বীপ হয়ে কিংবা ভায়া মগরা এসাটিকে রোড ধরে গড়াগাছা বাসস্টপ থেকে ডানদিকে ঘুরে চার কিমি গেলেই নতুনগ্রাম।এখানে সুন্দর একটি গেস্টহাউসও তৈরি হয়েছে। তাছাড়াও এখানে সহায় বাবাজির অনন্য সুন্দর মন্দির সহ তপোবনে ঘুরে কখন যে সময় কেটে যাবে বুঝতেই পারবেন না।



ভারতীয় দল
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। দলের নেতৃত্বে শুভমন গিল, সহ-অধিনায়ক কে এল রাহুলা। দলে ফিরেছেন অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। প্রথমবার সুযোগ পেয়েছেন অফ স্পিনার সারাংশ জৈন। চোটের কারণে প্রথম টেস্টে খেলতে পারবেন না ওয়াশিংটন সুন্দর। ফিটনেস ছাড়পত্র পেলেই মাঠে নামতে পারবেন জশপ্রীত বুমাড়া ও সাই সুদর্শন। দলে রয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পণ্ড, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজরাও।

সেরার লড়াই
বর্তমান বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন ভারতের দি গুকেশ ও চ্যালেঞ্জার উজবেকিস্তানের জ্যোভাখির সিনদারোভের মধ্যে ফিডে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। আগামী ২৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মর্যাদাপূর্ণ লড়াই। মজার বিষয়, মাত্র ২০ বছর বয়সী দুই দাবাড়ুই মুখোমুখি হবেন বিশ্বসেরার মুকুট জয়ের লক্ষ্যে।

এয়ার সোনা
চীনের হ্যাংঝৌতে এইএসএসএফ শ্যাটিং বিশ্বকাপে মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে সোনা জিতলেন ভারতের এষা সিং। ২১ বছরের এষা ফাইনালে ৪০টি নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করে প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মনু ভার্কারকে পিছনে ফেলেন। একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে দেশের হয়ে জোড়া পদক নিশ্চিত করেন মনু। এষা ও মনুর এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযুষ গোয়েলা।

জোড়া সোনা
চীনের শেনঝোনে আয়োজিত ২৮তম এশিয়ান যুব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের বিভাগে জোড়া সোনা জিতল ভারত। বালিকাদের অনূর্ধ্ব-৮ বিভাগে সাইয়াস্থা সিং এবং কিশোরীদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে মৈত্রেশী মণ্ডল শীর্ষে থেকে স্বর্ণপদক জয় করেন। সাইয়াস্থা ৯ রাউন্ডে ৭ পয়েন্ট এবং মৈত্রেশী সাড়ে ৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে ভারত ছাড়াও চীন, ভিয়েতনাম, কাজাখস্তান, ইরান ও ফিডে মেনোনীত দাবাড়ুরা সোনা জিতেছেন।

ইতিহাস অনাহতের
বিশ্ব স্কোয়াশ জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়লেন ভারতের অনাহত সিং। কানাডার নায়গা-অন-দ্য-লেকে আয়োজিত প্রতিযোগিতার মেয়েদের সিঙ্গেলস ফাইনালে মিশরের রুকাইয়া সালেমকে ৬-০ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই খেতাব জিতলেন ১৮ বছরের অনাহত। ১১-৩, ১১-৭, ১১-৯ গোমে জয় পান তিনি। অনাহতের এই সাফল্যে ডাঙল ১৬ বছরের মিশরীয় আখিপতা।

পাক বধ
চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে এফআইএচট ইয়ুথ হকি ফাইভস এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতল ভারতের সাব-জুনিয়র পুরুষ দল। ফাইনালে ভারতের হয়ে গোল করেন রোমিত পাল, অধিনায়ক কেতন কুশওয়াহা ও শাহরুখ আলী। পাকিস্তানের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন মুহম্মদ উসমান। এই জয়ের ফলে ভারত ও পাকিস্তান দু'দলই প্রথমবারের এফআইএচট ইয়ুথ হকি ফাইভস বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল। অন্যদিকে, মহিলাদের বিভাগে চীনের কাছে ২-৪ গোলে হেরে রূপো পেয়েছে ভারত। সার্বস্বলের স্বীকৃতি হিসেবে খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে হকি ইন্ডিয়া।

খেলা পুজোর সেরা চমক যুবভারতীতে ইতিহাস ব্রাজিলের মুখোমুখি ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সাক্ষী হতে চলেছে কলকাতা। পুজোর আগেই, আগামী ৬ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে ভারতীয় সিনিয়র পুরুষ ফুটবল দল। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মোহনবাগান দিবসের অনুষ্ঠানে এই সুখবর জানান রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। পরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

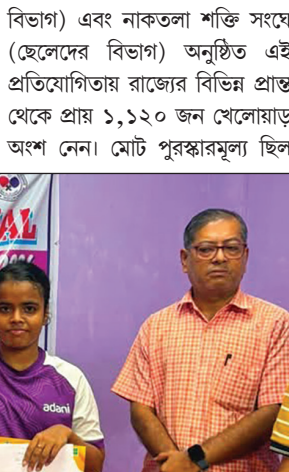
এই ম্যাচ শুধু ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের কাছেই নয়, জাতীয় দলের ফুটবলারদের কাছেও এক বিরল সুযোগ। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে পঞ্চম স্থানে থাকা ব্রাজিলের বিরুদ্ধে এটাই হবে ভারতের প্রথম ম্যাচ। বিশ্বের অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে নিজেদের সামর্থ্য যাচাইয়ের

পাশাপাশি মূল্যবান অভিজ্ঞতা ফুটবলাররা। সঞ্চয়ের সুযোগ পাবেন ভারতীয় কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে



রাজ্য র‍্যাঙ্কিং টেবিল টেনিসে সেরার মুকুট পয়মন্তী ও অনিকেতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ বিভাগ) এবং নাকতলা শক্তি সংঘে (ছেলেদের বিভাগ) অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১,১২০ জন খেলোয়াড় অংশ নেন। মোট পুরস্কারমূল্য ছিল চৌধুরী ৪-২ গোমে হারান বোধিসত্ত্ব চৌধুরীকে। বয়সভিত্তিক বিভাগেও ছিল জমজমাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে মেয়েদের খেতাব জেতেন দিতুসা রায় এবং ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন সোহম মুখোপাধ্যায়। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে সেরা হন আদ্যুদী নন্দী ও শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী। অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে শিরোপা জেতেন বিবেশা সাহা ও আরিত দত্ত। অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগেও আরিত দত্ত দ্বিতীয় খেতাব জিতে নজর কাড়েন। মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন অক্ষিতা মাহাতো। অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে খেতাব জেতেন কুন্তিকা সাইবা এবং দেবাংশু চক্রবর্তী। আয়োজকদের মতে, প্রতিযোগিতাটি রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিজেদের মেলে ধরার পাশাপাশি রাজ্য র‍্যাঙ্কিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।



চ্যাম্পিয়নশিপে ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন পয়মন্তী বৈশা এবং অনিকেত সেন চৌধুরী। ১৬ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত ছয় দিন ধরে গড়িয়া বাব্বাধনে হারিয়ে খেতাব জেতেন। শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতি (মেয়েদের

চ্যাম্পিয়ন হন সোহম মুখোপাধ্যায়। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে সেরা হন আদ্যুদী নন্দী ও শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী। অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে শিরোপা জেতেন বিবেশা সাহা ও আরিত দত্ত। অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগেও আরিত দত্ত দ্বিতীয় খেতাব জিতে নজর কাড়েন। মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন অক্ষিতা মাহাতো। অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে খেতাব জেতেন কুন্তিকা সাইবা এবং দেবাংশু চক্রবর্তী। আয়োজকদের মতে, প্রতিযোগিতাটি রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিজেদের মেলে ধরার পাশাপাশি রাজ্য র‍্যাঙ্কিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।

সুত্রত কাপে চ্যাম্পিয়ন মধ্যমগ্রাম স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বহু বছরের অপেক্ষার অবসান। ৬৫তম আন্তঃজেলা ক্লাস্টার সুত্রত মুখার্জি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফের রাজ্য পর্যায়ে মূল পর্বে জায়গা করে নিল উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম হাই স্কুল। হাবড়ার বাণীপুরে অনুষ্ঠিত ফাইনালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোদালিয়া প্রসন্ন বঙ্গ হাই স্কুলকে ৬-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় তারা। ২৩ ও ২৪ জুলাই বাণীপুর ড. বি. আর. আম্বেন্দরকর স্পোর্টস স্কুল ও বাণীপুর সরকারি শারীর শিক্ষা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর কলকাতা, মধ্য কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার চ্যাম্পিয়ন স্কুল মিলিয়ে মোট আটটি দল অংশ নেয়। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে দুর্দান্ত ফুটবল মেলেছে মধ্যমগ্রাম হাই স্কুল। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা



৪-০ গোলে হুগলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হারায়। সেমিফাইনালে নদিয়ার হাসখালি সমবায়ী হাই স্কুলকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। শিরোপার লড়াইয়েও একই ছন্দ বজায় রেখে ৬-০ গোলে জয় তুলে নেয় উত্তর ২৪ পরগনার দল। ব্যক্তিগত পুরস্কারেও নজর কাড়ে মধ্যমগ্রাম হাই স্কুলের ফুটবলাররা। দলের অধিনায়ক মালি নির্বাচিত হন সেরা গোলরক্ষক। ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান পান শুভম ভাওয়াল।

গ্লাসগো কমনওয়েলথে বাদ সত্যজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনার ছেলে সত্যজিৎ মণ্ডল। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় শুরু হয়েছে কমনওয়েলথ গেমস, এবার এই টিমে বাংলার প্রতিনিধি কমে দুই শতাংশে নেমে এসেছে, আগে সেখানে কমনওয়েলথ গেমসে বাংলার কমপক্ষে ৮-১০ জন করে খেলোয়াড় থাকতেন, একাধিক মেডেলও জিততেন, এবার সেখানে বাংলার খেলোয়াড় মাত্র ২ জন, জিম্ন্যাস্টিক্সের প্রণতি নায়ক ও প্রতিষ্ঠা সামন্ত, আর দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্যারা সুইমিংয়ে আলি ইমাম। ভারতীয় জিম্ন্যাস্টিক্স ফেডারেশনের চক্রান্তের শিকার হয়ে বাদ পড়েছেন বাঙালি জিম্ন্যাস্ট সত্যজিৎ মণ্ডল। চক্রান্তের অভিযোগও উঠেছে। জয়নগর তিলিপাড়ার কানাইয়া রোডের বাসিন্দা ২৭ বছরের জিম্ন্যাস্ট সত্যজিৎের নাম রয়েছে মিনিপুটি অফ ইউথ অ্যাক্কেসার্স অ্যান্ড স্পোর্টসের প্রকাশিত লিস্টে। ৯ জুলাই কেন্দ্রীয় ক্রীড়াঙ্গুর যে ১২৬ জনের গ্লাসগো সফরের অনুমতি দিয়েছে, তাতে সই আছে এই ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর হরিশ কুমার এমের। তাতে ৬০ নম্বরে

এখনও স্বল্পজ্ঞল করছে সত্যজিৎের নাম। অথচ সত্যজিৎ গ্লাসগো যাননি, তার বদলে নাম রয়েছে হরিয়ানার জিম্ন্যাস্ট যোগেশ্বর সিং-এর। চলতি বছরে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে জাতীয় জিম্ন্যাস্টিকসে



সত্যজিৎ ফ্লোর এক্সারসাইজ, টেবল ভল্টে সোনা জিতেছিলেন, তারপরে ভারতীয় টিমের সঙ্গে চীনও যান এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে। অথচ কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতির জন্য

কয়েক সপ্তাহ আগে যখন ভারতীয় টিম লন্ডন উড়ে যাবে, তার ঠিক আগে সত্যজিৎকে জানানো হয়, তিনি টিমে নেই। এমনকি স্টেটস্মেন জাপানে এশিয়ান গেমস্ টিমেও তাঁর ঠাই হচ্ছে না। তাঁর বদলে নেওয়া হয়েছে অলরাউন্ডার খেলোয়াড় যোগেশ্বরকে। সত্যজিৎ কেন বাদ তার কোনও ব্যাখ্যাই দেয়নি ফেডারেশন। এ নিয়ে সত্যজিৎের পাশে দাঁড়ানি বাংলার কেউই। হতাশ সত্যজিৎ কয়েকদিন আগে বাংলা থেকে ভুবনেশ্বরের হাই পারফরম্যান্স সেন্টারে যোগ দিয়েছেন। সে এখন থেকে ওড়িশার হয়ে নামবেন। বর্তমানে সে খিদিরপুর গার্ডেনরিতে সাউথ ইন্টার্ন জেলে চাকরি করছেন। তাঁর বাবা হারু মণ্ডল জীবন বীমার সঙ্গে জড়িত আছেন। মা গাত্রাষ্ট্রী দেবী গৃহবধূ। ছোট বোন এগারো বছরের কমলিকা। সেও ইতিমধ্যেই রাজ্য, ন্যাশনাল, সাব- জুনিয়র পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাঁর কাকা পার্থ মণ্ডল ইন্ডিয়া দলে অংশ নেবে। পুরো পরিবারটি জিম্ন্যাস্টিক খেলায় মশগুল রয়েছে।

দিশাহীন ডার্বি, হতাশ হাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্‌দানার পর কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের নজর ছিল মরশুমের প্রথম ডার্বির দিকে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড কাপের মঞ্চে মুখোমুখি হয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সুপার জায়ন্ট। তবে গ্যালারিতে আবেগের কমতি না থাকলেও মার্চের ফুটবল সেই আবেগকে ছুঁতে পারল না। ছন্দহীন, এলোমেলো ও পরিকল্পনাহীন ফুটবলের মাঝেও শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দিলেন সাহাল আবদুল সামাদ। তাঁর একমাত্র গোলেই ১-০ ব্যবধানে ডার্বি জিতে মরশুমের সূচনা করল সবুজ-মেরুন শিবির।

সাহালের দিকে। ফাঁকা জাল পেয়ে কোনও ভুল করেননি কেরলের এই মিডফিল্ডার। তাঁর নিশ্চিত ফিনিশেই এগিয়ে যায় মোহনবাগান। গোল হজমের পর হাবাস একে একে রশিদ, পি ভি বিষ্ণু ও ড্যানি রামিরেজকে নামিয়ে আক্রমণে নতুন মাত্রা আনার চেষ্টা করেন। শেষ পনরো মিনিটে ইস্টবেঙ্গলই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয়। কিন্তু প্রতিবারই সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান বিশাল কাইখা। বিষ্ণুর নিচু

তিনি। পাশাপাশি গোলরক্ষক বিশাল কাইখের প্রশংসা না করে বলেন, ও নিজের দায়িত্বটাই পালন করেছে। অন্যদিকে হাবাসের মতে, কয়েক দিনের অনুশীলনে দলকে ডার্বির মতো বড় ম্যাচে নামতে হয়েছে। হারলেও দ্বিতীয়ার্ধে দলের লড়াই এবং সুযোগ তৈরি করার ক্ষমতায় তিনি সন্তুষ্ট। তবে গোলের সামনে ব্যর্থতাই যে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে, সেটাও মেনে নিয়েছেন



ম্যাচের শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল, দুই দলই এখনও পুরোপুরি তৈরি নয়। নতুন কোচ প্যানাজিওটিস দিলস্পেরিস ও আন্তোনিও হাবাসের হাতে প্রস্তুতির সময় ছিল হাতে গোনা কয়েক দিন। ফলে প্যাসিং, বোঝাপড়া, ফিটনেস-সব ক্ষেত্রেই ছিল অসংখ্য খামতি। বিদেশিহীন প্রথম একাদশ নিয়ে নামা দুই দলই প্রথমার্ধে বল দখলের লড়াই করলেও গোলের সামনে কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। ২৪ মিনিটে সাহালের শট জিকসন সিংয়ের হাতে লাগার পর মোহনবাগান পেনাল্টির দাবি তুললেও রেকর্ডার তাতে সাড়া দেননি। বিরতির পর ম্যাচের গতি কিছুটা বাড়ে। ৫২ মিনিটে কিয়ান নাসিরির দারুণ উদ্যোগে তৈরি হওয়া আক্রমণে মনবীর সিং বল বাড়িয়ে দেন

স্প্যানিশ কোচ। ফলাফলের নিরিখে ডার্বি মোহনবাগানের হলেও ম্যাচের মান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেল। বিশ্বকাপের পর ভারতীয় ফুটবলের প্রত্যাবর্তনের মধ্যে যে বলক দেখার আশা ছিল, তা মিলল না। তবে মরশুমের প্রথম দিলস্পেরিস স্বীকার করেন, পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে প্রত্যাশিত মানের ফুটবল খেলতে পারেনি তাঁর দল। তবে ৬৫ মিনিট পর্যন্ত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই ছিল বলে দাবি করেন

পুজোর আগেই শুরু বাংলার ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মরসুমে র‍্যাঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল বাংলাকে। তাই নতুন মরসুমে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে মনোজ তিওয়ারিরদের উত্তরসূরীরা। সেই অভিযানের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। র‍্যাঞ্জি ট্রফি, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি এবং বিজয় হাজারে ট্রফি- তিনটি ঘরোয়া প্রতিযোগিতাতেই কবে, কোথায় এবং কার বিরুদ্ধে খেলবে বাংলা, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। র‍্যাঞ্জি ট্রফিতে বাংলার অভিযান শুরু হবে ১১ অক্টোবর। ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ দিল্লি। গ্রুপ পর্বে বাংলার সঙ্গে রয়েছে দিল্লি, সার্ভিসেস, কেরালা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা। গ্রুপ পর্ব চলাবে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। এরপর শুরু হবে নকআউট পর্ব। জাতীয় টি-২০ প্রতিযোগিতা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বাংলার সব ম্যাচই হবে মুম্বইয়ে। ১৪ নভেম্বর কর্ণাটকের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলা। অন্যদিকে ৫০ ওভারের জাতীয় প্রতিযোগিতা বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলার সব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে রাঁচিতে। এই প্রতিযোগিতায় ১৪ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে বাংলা।

২৬-২৯ অক্টোবর: কেরালা বনাম বাংলা (অ্যাওয়ে)
২-৫ নভেম্বর: বাংলা বনাম মহারাষ্ট্র (হোম)
১৭-২০ জানুয়ারি: গুজরাট বনাম বাংলা (অ্যাওয়ে)
২৪-২৭ জানুয়ারি: ঝাড়খণ্ড বনাম বাংলা (অ্যাওয়ে)
১-৪ ফেব্রুয়ারি: বাংলা বনাম ওড়িশা (হোম)

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি (সব ম্যাচ মুম্বইয়ে)

১৪ নভেম্বর: কর্ণাটক বনাম বাংলা
১৬ নভেম্বর: বাংলা বনাম চণ্ডীগড়
১৮ নভেম্বর: বাংলা বনাম ঝাড়খণ্ড
২০ নভেম্বর: বাংলা বনাম মিজোরাম
২২ নভেম্বর: বাংলা বনাম বরোদা
২৪ নভেম্বর: বাংলা বনাম উত্তর প্রদেশ
২৬ নভেম্বর: বাংলা বনাম রাজস্থান

বিজয় হাজারে ট্রফি (সব ম্যাচ রাঁচিতে)

১৪ ডিসেম্বর: উত্তর প্রদেশ বনাম বাংলা
১৬ ডিসেম্বর: কর্ণাটক বনাম বাংলা
১৯ ডিসেম্বর: বাংলা বনাম ওড়িশা
২১ ডিসেম্বর: পুদুচেরি বনাম বাংলা
২৪ ডিসেম্বর: বাংলা বনাম কেরালা
২৭ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা বনাম বাংলা
২৯ ডিসেম্বর: আসাম বনাম বাংলা

বাংলার সূচি
র‍্যাঞ্জি ট্রফি (১১ অক্টোবর-৪ ফেব্রুয়ারি)
১১-১৪ অক্টোবর: বাংলা বনাম দিল্লি (হোম)
১৮-২১ অক্টোবর: সার্ভিসেস বনাম বাংলা (অ্যাওয়ে)

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

দেশলোক

প্রকাশিত

ভারত কেশরী

শ্যামাপ্রসাদ

লিখেছেন :

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, তথাগত রায়, বিমলশঙ্কর নন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পঞ্চজ কুমার রায়, অমিতাভ সেন, ডঃ দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য, ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, প্রিয়ম গুহ, বরুণ দাস, ডঃ দীপক কুমার বড় পণ্ডা, প্রণব গুহ, শান্তনু সিংহ

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে